দিগন্ত

Bangiya Antariksha Sanskritik Samiti

2025

ZAIRA
DIAMOND
God Created Diamonds We Sculpted Them With Soul
Own Real Diamond Jewellery
With
EASY
INSTALLMENT
PLANS
CONNECT TODAY TO OUR
AHMEDABAD SHOWROOM
08866446555
Luxury
Meets
Affordability

বঙ্গীয় অন্তরীক্ষ
সাংস্কৃতিক সমিতি

Bangiya Antariksha Sanskritik Samiti (BASS) blends Bengali culture with the spirit of space exploration. Our organising team includes scientists from ISRO & PRL and community members.

Shubho Sharodiya!

It is indeed a moment of great pleasure for me writing this note of invocation for Devi Durga through the maiden edition of the souvenir of Bongiya Antariksha Sanskritik Samiti (BASS) as a part of the very first celebration of Durga Puja by the Samiti. It is not only a religious celebration, but also a colourful demonstration of a culture which is so primordial of quintessential Bengali ethos.

More than thousand miles away from our home, we, the uprooted Bengalis, crave for the festivities during this time of the year. Though here in Gujarat, the concurrent celebration of Navratri partly quenches our thirst, but the very sunlight of autumn makes us nostalgic and reminds us of the drum ('dhak' for the Bengalis) beats, of the Shefalis and the Kash phools.

There are much bigger Bengali associations in the nearby areas where Puja is celebrated majestically and we are very much part of these celebrations. But still it was a long-cherished dream of ours to have the opportunity of welcoming our own Durga ma among us, to our own house, the SAC Vikram Nagar Colony in this case.

We, the Bengalis and our friends from other eastern states who are associated with the Space related activities, have been celebrating Saraswati puja in Satellite area since over past forty years or so. But we never dared to even think about the herculean task of celebrating the Durga puja on our own, with all its required elaborate arrangements for all the five days. So, initially many apprehensions came to our minds when the core members of the organizing committee came with the proposal of having a separate puja celebration. But because of the infectious enthusiasm of this team, within no time the fervour gained such a momentum that nothing looked impossible. Probably with the experience of handling much bigger projects in official capacity, the team made everything possible within a very short time. The entire event was planned meticulously with effective use of the social media platforms and even the process of collecting donations was done online, kudos to the tech-savvy team!

To conclude, it is a commendable team effort that has finally culminated in to the success. For an event of this scale, teething problems are bound to come. Let us keep our spirits high and continue to work together with the same zeal and zest and hope that with the divine blessings of maa Durga, the celebration will be a memorable one.

Best regards,

Sumitesh Sarkar

When on a rain-soaked afternoon of late July, about a couple of months back, Prantik, Koushik and Moumita walked into my room to announce their intention to organize Durga Puja this year, I was sort of taken aback. The news itself, like a sudden flash, came almost out of nowhere. A strange feeling of nervous anticipation mixed with an unmistakable sense of joy swept through me. My first reaction was, are we even aware what are we getting into? Organizing Saraswati Puja which, the Bengali Space Community of SAC and PRL do religiously every year, is one thing. But, organizing Durga Puja (or Pujo, as the Bengalis would say), which is a much more elaborate and enduring event, is surely a different cup of chaa. I am so happy and, in a way, re-assured to know that the preparations are in full swing. The young and energetic scientists and engineers from our Space community have taken it upon themselves to plan and execute this mammoth ceremonial event so meticulously, as they would do for a very important Space project. Each and every aspect and the minutest of details have been carefully addressed and attended to. That, even the sponsorships, an iffy part in this whole arrangement, have been secured in a reasonably satisfactory manner, speaks volume about the determined efforts made by the organizing team. There is no doubt in my mind that the Durga Puja celebrations this year – a first of its kind mega event of this magnitude and proportions will be a watershed moment in the socio-cultural and religious annals of SAC, PRL and associated entities. By the time these thoughts are put in print and the first copies of the Souvenir are in your hands, the fragrance, colours and sounds of Pujo would have spread all around filling your hearts with celebratory joy and ethereal light.

I take this opportunity to wish each one of you 'Shubho Durga Pujo' (Happy Durga Puja). May your life be filled with happiness, peace and prosperity with the blessings of Maa Durga.

Best regards

Somya Sarkar

I still remember the first Durga Puja celebration that I attended here in Ahmedabad just after joining SAC during 1987. Finding the venue of Durga Puja those days was not easy for us because we were too new in this city, not even knowing most of our senior Bengalis in the office. Celebration of Saraswati Puja in the year 1988, of course, gave us the opportunities to know all our senior Bengali colleagues. Although, we organize and celebrate Saraswati Puja every year, it has taken almost four decades to bring our dream of organizing and celebrating Durga Puja of our own into reality - a very first celebration of Durga Puja being organized by us.

It has been indeed a very proud moment for me to write this note on the occasion of our maiden edition of the souvenir of Bongiyo Antarikha Sanskritik Samniti. Durga Puja is not just a festival restricted within Bengali communities, this is a major cultural and social event in India, symbolizing the victory of good over evil and the celebration of life. Its common themes are to bring communities together, transcending social and religious barriers to promote unity in diversity. When the idea of celebrating five day long Durga Puja was conceived only about two months ago, I was slightly hesitant. But the enthusiasm and meticulous planning that was tabled and discussed, I had no doubt about the abilities of our new generation professionals who are excelling in their own fields of Space Search and Technologies.

Finally, let us celebrate the festival of Durga Puja with all our enthusiasm, leaving aside few lapses, that might arise while organizing the event of this magnitude and pray to Debi Durga showers her blessings upon us.

With Best Regards

Debajyoti Dhar

সম্পাদকীয়

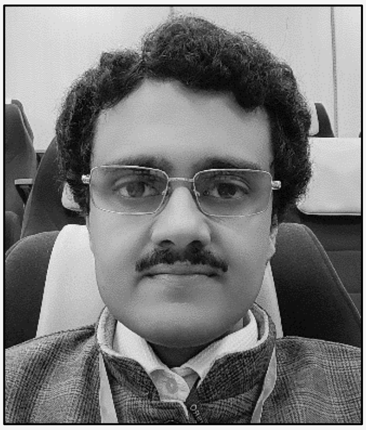

বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে ব্রহ্মচারী মহেন্দ্রকে 'মা'র তিনটি রূপ দেখিয়েছিলেন। "মা যা ছিলেন" - তিনি "সর্বাভরণভূষিতা জগদ্ধাত্রী মূর্তি"। "মা যা হইয়াছেন" - তিনি "অন্ধকারসমাচ্ছান্না কালীমূর্তি"। আর "মা যা হইবেন" - তিনি "জ্যোতির্ময়ী দশভূজা"। এখানে মা মাতৃভূমিরও প্রতিরূপ। অনুষঙ্গ ছিল সন্ন্যাসী বিদ্রোহের সমকালীন বাঙলা বা মাতৃভূমির অবস্থা। আমার মনে হয় শুধু সেই সময়ে নয়, মা দুর্গার এই রূপটি চিরকালীন - " মা যা হইবেন" - একটা চিরন্তন আশার আলো। আজকের অন্ধকার থেকে আগামীর আলোয় উত্তরণের আশা। যেমনটি বলা হয়েছে উপনিষদে- "অসতোমা সদগময়, তমোসমা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মা অমৃতং গময়"। "মা আসছেন" - এই ভাবটাই যেন গড়পড়তা বাঙালীর নিস্পন্দ জীবনে একটা আনন্দের ঢেউ নিয়ে আসে। সারা বছরের সব দুঃখ, হতাশা, অপরিপূর্ণতা ঘুচিয়ে জগতের এই আনন্দযজ্ঞে তাই সবার নিমন্ত্রণ।

পুরাণে মা দুর্গাকে অসুরদলনী রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। ষোলজন সেনাপতি সমেত মহিষাসুর এবং তারও পরে চণ্ড-মুণ্ড, শুম্ভ-নিশুম্ভ ও তাদের অজস্র দৈত্যসেনাকে বধ করেন দেবী। নানা রূপ ধারণ করে, নানা রকমের শক্তি ও অস্ত্র প্রয়োগ করে। এইসব অসুর চিরকালই নানা রূপে রয়েছে - আমাদের মধ্যে, পারিপার্শ্বিকে, সমাজে, দেশে আর গোটা পৃথিবীতে। এদের প্রকোপ থেকে রক্ষা পাওয়ার আকুতিই হল মায়ের বন্দনা। আর তার সাথে নিজের ছোটো আমি-কে মায়ের পায়ে সমর্পণ করে বড় আমি-কে পাওয়ার বাসনা। "প্রতিদিন মানুষ ক্ষুদ্র দীন, কিন্তু উৎসবের দিনে বৃহত"- ছোটবেলায় পড়া বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই লাইনের মানে কিছুটা উপলব্ধি করি এখন।

বাঙালীর দুর্গাপূজোর ঐতিহ্যের একটি বড় অংশ জুড়ে আছে আগমনী আর বিজয়ার গান। আমাদের ঘরের মেয়ে 'উমা'র বছরে একবার কয়েকদিনের জন্য বাপের বাড়ি এসে আবার পতিগৃহে ফিরে যাওয়া - আনন্দ আর বিষাদের সমাপতন। এই অনুষঙ্গটা হয়ত আজকের বিশ্বায়ন আর কম্যুনিকেশনের যুগে কিছুটা প্রাসঙ্গিকতা হারিয়েছে। তবুও আমরা, যারা কর্মসূত্রে ঘরছাড়া, এখন বিভুঁই-ই ঘর, তারা এই শারদীয়ায় শিকড়ের টান অনুভব করি। বাঙলার উৎসব ও সংস্কৃতিকে চোখে হারানো আর মনে হারানোর আক্ষেপ থেকেই দুর্গাপূজো করার তাগিদ আরও বেশি করে জেগে ওঠে। বিশেষত, পরের প্রজন্মের হাতে আমাদের সংস্কৃতির উত্তরাধিকার কিছুটা অন্তত তুলে দেওয়ার তাগিদ।

আমার ছেলেবেলার শহর চন্দননগরে দুর্গাপূজোর প্রচলন কম ছিল, জগদ্ধাত্রীপূজা বিখ্যাত। দুর্গাপূজোর সময় বাবা'র মামা'র বাড়ি পূজো দেখতে যেতাম। তখনই মনে হত, যদি আমার একটা ঠাকুরদালান থাকত, পূজো করতাম। সহকর্মী বন্ধু কৌশিক যখন প্রথম পূজো করার প্রস্তাব দিল, তখন আমাদের দু'জনেরই অনেকদিনের ইচ্ছের যেন অনুরণন হল। তারপর আরও অনেকের সুপ্ত বা ঘনীভূত বা আবিষ্ট ইচ্ছে মিলে গিয়ে সেই অনুরণন অনুনাদ হয়ে উঠল। ইন্দ্রাণী দি, তনুশ্রী, সৃজিতা-রণজিত, মৌমিতাদি-গৌতমদা, সায়ন্তী-অভ্রীশ, ইন্দ্রনীল, সুমন, অনন্য, অয়ন, সস্মিতাদি, সুদীপ্তা ,উজ্জ্বল এবং আরও অনেকে। আমাদের সিনিয়ররাও প্রচুর উৎসাহ দিয়েছেন। তাঁদের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা।

যে মহাকাশ কবি'র কল্পনা, শিল্পী'র ক্যান্‌ভাস আর ধার্মিকের স্বর্গ, সেই মহাকাশ আমাদের কর্মক্ষেত্র। সেই কল্পিত স্বর্গলোক থেকে দেবী যখন মর্ত্যে আসেন তখন আমাদের মহাকাশধর্ম দুর্গাপূজার ট্র্যাডিশনে সম্পৃক্ত হয়ে বর্ণময়

হয়ে ওঠে। বিজ্ঞানচেতনা আর ঐতিহ্যের মিশেল - এই আমাদের প্রথম পূজোর থীম। আনন্দের বিষয় এই যে আমাদের বহু অবাঙালী বন্ধুবান্ধবও সমোৎসাহে পূজোয় যোগ দিচ্ছেন।

আমাদের পূজোর উদ্যোগ শুরু হয়েছিল জুলাই শেষের এক বর্ষার সন্ধ্যায় - অনেকটা উদ্দীপনা, কিছুটা হুজুগ আর একরাশ অনিশ্চয়তা নিয়ে। অনিশ্চয়তার কারণ অনেক - প্রথমতঃ টাকাপয়সা, দ্বিতীয়তঃ অফিসের দায়িত্ব সামলে সময় বের করা, আর তৃতীয়তঃ কেজো লোকের সংখ্যা। আমরা ঠিক করলাম যে এই অনিশ্চয়তাগুলো প্রথমেই মেরে ফেলতে হবে একটা প্রবল নিশ্চয়তা দিয়ে। সেই সন্ধ্যায় একটা ছোট মিটিং করে মোটামুটি ব্যায়ের হিসেব আর আয়ের আন্দাজ নিয়ে পরের দিনই মণিনগরে গিয়ে মূর্তির অর্ডার দিয়ে দিলাম। মাত্র দু'মাস সময় ছিল হাতে, কেউ রাজি হচ্ছিল না। মণিনগরের মনোহর কুণ্ডু অপেক্ষাকৃত অল্প খরচে মূর্তি গড়তে রাজি হলেন, মূর্তির ছবি দেখে পছন্দও হল খুব। মণিনগরেরেই পুরোহিতমশাই রাধাকৃষ্ণবাবুর ছেলে আর এক আত্মীয়কে পৌরহিত্যের দায়িত্ব দেওয়া হল। আর বাঙলা থেকে এক ঢাকীকে বায়না করা হল। সেইদিনই বিক্রমনগরের কম্যুনিটি হলে পূজো করার সম্মতি দিলেন SAC-এর নির্দেশক। সেইদিন সন্ধ্যায় SAC-এর বাঙালীমহল জানতে পারল যে পূজো হচ্ছে। আর সন্দেহের অবকাশ রইল না।

এরপরের কাজ ছিল ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলা। সেই জন্য একপ্রকার নিয়মের খাতিরেই গঠিত হল 'বঙ্গীয় অন্তরীক্ষ সাংস্কৃতিক সমিতি (সংক্ষেপে BASS)'। গোড়ার উদ্যোগীরাই হলেন সমিতির সদস্য। ক্রমশ BASS-এর ছাতার তলায় আমরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ শুরু করলাম। তৈরি হল সমিতির লোগো, পূজোর ব্যানার, আমন্ত্রণের কার্ড আর স্যুভেনির। আমাদের মহাকাশকর্মীরা কেউ শিল্পী, কেউ কবি, কেউ লেখক। তাঁদের প্রতিভার রঙধনুর ছটা ছড়িয়ে রইল এই লোগো, ব্যানার, আমন্ত্রণের কার্ড আর স্যুভেনির-এ, এমনকি কম্যুনিটি হলের ভিতরের সাজসজ্জায়। প্রথম প্রচেষ্টাকে স্মরণীয় করে রাখার একটা তাগিদ ছিল সবার মধ্যেই।

পূজোর খরচ তোলার জন্য আমরা SAC ও PRL-র বাঙালীদের আহ্বান করলাম পূজোর এককেটি অংশের দায়িত্ব নিতে - যেমন প্রতিমা, সাজসজ্জা, পূজোর ফুল, ফল-মিস্টি, পূজো সামগ্রী, প্রতিদিনের ভোগপ্রসাদ ইত্যাদি। সকলেই যেভাবে হাত খুলে এগিয়ে এলেন, আমরা অভিভূত হলাম। যাঁরা প্রথমদিকে এই কর্মযজ্ঞ পাশ থেকে দেখছিলেন, তাঁরাও এর অমোঘ টানে মূলস্রোতে ভিড়লেন। বেশ কিছু স্পন্সরশীপও জোগাড় করা গেল। প্রথম পূজোর নিরিখে সংখ্যাটি নেহাত কম নয়। তাঁদের সকলের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। অর্থের সংস্থান যখন খানিকটা হল, তখন প্রয়োজনীয়র সাথে আমরা অলঙ্কারও জুড়তে লাগলাম - যেমন হলের ভেতরের সাজসজ্জা, বাইরের গেট, সান্ধ্য অনুষ্ঠান ও উদ্ঘাটন সমারোহ। তবে সব ব্যাপারেই খরচ কমাতে কোনো কন্ট্র্যাক্ট না দিয়ে প্রায় সব কাজ, কেনাকাটা, এমনকি চারদিনের ভোগের আয়োজনও আমাদের নিজেদেরই করতে হয়েছে। সেই অভিজ্ঞতার আনন্দও আমাদের বিশেষ প্রাপ্তি।

এখন লিখতে বসে যখন ভাবছি এত কাজ দু'মাসে আমরা করলাম কি'করে, তখন রামপ্রসাদের সেই লাইনগুলি মনের মধ্যে বাজছে-

"আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী
আমি ঘর, তুমি ঘরনী
আমি রথ, তুমি রথী
যেমন চালাও, তেমনি চলি।"

মা'র ইচ্ছেটাই আমাদের সকলের সম্মিলিত ইচ্ছে হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। মা আমাদের দিয়ে সব আয়োজন করিয়ে নিলেন। এখন মনে এই আশা আর আশ্বাস, পূজোর দিনগুলো হই হই করে কাটুক, পূজো নির্বিঘ্নে নিষ্পন্ন হোক। আমরা বিপুল আনন্দতরঙ্গে উদ্বেলিত হই।

-- *প্রান্তিক চক্রবর্তী*

Bangiya Antariksha Sanskritik Samiti

CHIEF PATRONS

Shri. Sumitesh Sarkar
Shri. Somya S Sarkar
Shri. Debajyoti Dhar

PATRONS

Shri. Kalyan Bandyopadhyay
Shri. Kanti Lal Majumdar
Shri. Devashish Goswami
Smt. Krishna Mukhopadhyay
Shri. Arup Dasgupta

Shri Santanu Chowdhury
Shri. Abhijit Sarkar
Smt. Jolly Dhar
Smt. Saswati Bhattacharya
Smt. Ashoka Ghosh

Shri Prasenjit Dhar
Smt. Srubabati Goswami
Shri. Arup Hait
Smt. Mishtimita Roychowdhury
Smt. Mitali Sarkar

EXECUTIVE COMMITTEE

President
Shri Prantik Chakraborty

Vice President
Smt. Indrani Choudhury Singh

Secretary
Smt. Moumita Dutta

Joint Secretary
Shri. Ranajit Dey

Treasurer
Shri. Koushik Basak

Joint Treasurer
Shri. Atrish Mukherjee

Members

Smt. Tanushree Basak
Shri. Indranil Misra
Shri. Suman Aich

Shri. Ayan Das
Shri. Ananya Ray
Shri. Ujjal Halder

Smt. Sreejita Dey
Shri. Goutam Samanta
Smt. Sasmita Chaurasia
Shri. Arnab Nath

Table of

CONTENTS

1 ARTICLES: BENGALI

POEMS 15

23 PAINTINGS

ARTICLES: ENGLISH 26

33 RECIPES

Front page painting: *Abhijit Chatterjee*

Editorial Committee

Ayan Das *Indrani Choudhury Singh*

Indranil Misra *Sasmita Chaurasia*

ISRO-PRL সরস্বতী পুজোর আদিকাণ্ড

কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়

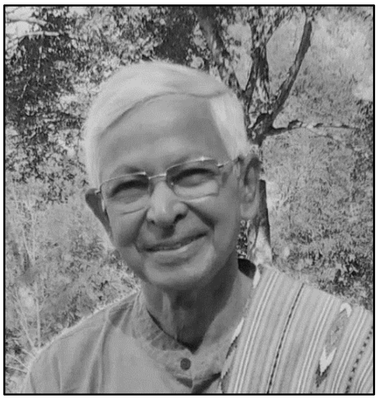

"এই কল্যাণ, সেতারটা ধর আমি বাক্সটা নামাচ্ছি"।

"আগে সরস্বতী পুজোর চাঁদা দে, নইলে প্ল্যাটফর্ম এ নামতে দেব না, এই train এই কলকাতায় ফিরে যা", প্ল্যাটফর্ম থেকে কালি চেঁচিয়ে উঠল। কালি হল কল্যাণ সেনগুপ্ত, যাদবপুরে আমার ক্লাসমেট।

আটই জানুয়ারি 1972, শনিবার সন্ধে বেলা আমেদাবাদ স্টেশনের দু নম্বর প্ল্যাটফর্ম এ সৌরাস্ট্র এক্সপ্রেস এর last bogie, বিরামগাম কোচ। ISRO তে জয়েন করতে এসে আমার প্রথম অভ্যর্থনা।

তখন সরস্বতী পূজোর আর বারো দিন বাকি। গত বছর ISRO-PRL এর (তখনও SAC তৈরী হয়নি) প্রথম পূজো হয়েছিল PRL এর দত্তদার বাড়ীতে। দত্তদা বদলি হয়ে গেছেন ব্যাঙ্গালোরে। তাই এবার প্রফেসরস্ কলোনীতে একটা খালি বাড়ীর গ্যারেজে পূজো হবে। সন্তোষ সাহা কলোনীর সেক্রেটারীকে বলে রাজি করিয়েছে।

সন্তোষ সাহা ছিলেন আমেদাবাদের বাঙালীদের খবরদার। অমায়িক লোক, গল্প করতে শুরু করলে থামতে পারতেন না। রোজ, আগের দিনের আনন্দবাজার, দেশ পত্রিকা সব বাড়ী বাড়ী পৌঁছিয়ে দিতেন আর জমিয়ে গল্প করতেন। আমেদাবাদ তখন একটা বড়সড় মফঃস্বল শহর, কটাই বা বাঙালী? সকলের খবর সবাই পেয়ে যেত সন্তোষ সাহার কাছে। তাই উনি ছিলেন খবরদার।

ডেকোরেশন, প্রতিমা, পূজোর জোগাড়, চাঁদা তোলা - সে এক হই চই ব্যাপার - একেবারে মেতে গেলাম। সরস্বতী পূজো ISRO তে আমার প্রথম project.

কয়েক বছর ওখানেই পূজো হয়েছিল। তখনকার দিনে পূজোর তোড়জোড় বেশ কয়েকমাস আগে থেকে শুরু করা হত। বেশ কয়েকবার মিটিং হত। মিটিং টা আনুষাঙ্গিক, জমিয়ে আড্ডা আর খাওয়াটাই আসল ছিল।

কিন্তু আমরা ত ক'জন আঙুলে গোনা যায়। আর সবাই ব্যচেলার। ভাল মত নতুন কে আর রান্না করবে। তাই নবরংপুরার কাকু-জেঠুদের বাড়ীতে হানা দিতাম। স্বাভাবিকভাবেই যেসব কাকীমা-জেঠিমারা খাওয়াতে ভালবাসেন এবং সুন্দরী কন্যাদের জননী সেসব বাড়ীতে ঘনঘন মিটিং হত। কাকু-জেঠুদের নামও ছিল মজার - যে যেখানে কাজ করতেন সেই সেই industry দিয়ে। যেমন সাইকেল দাস কাকু কাজ করতেন হীরো সাইকেল এ, পেপার চ্যাটার্জি ছিলেন পেপার মিল এ, এইরকম।

অফিসে কাজ করছি, দীপু এসে বসল সামনে। বললাম "এ কি রে, তুই কোথা থেকে?" দীপু বলল, "আজ তোদের অফিসে জয়েন করলাম"। দীপু হল দীপেন দে, দেওঘর বিদ্যাপীঠের আমার হাফ প্যান্টের বন্ধু, আই আই টি কানপুরের মেকানিকাল ইন্জীনিয়ার। দীপুর আঁকার হাত খুব ভাল ছিল। আমাদের পূজোর সব ডেকোরেশন দীপু আর দীপ্তিদি করত।

সেই স্কুলের সময় থেকে আমাদের সকলের মনে আছে, সরস্বতী পূজোর আগের রাত সবচেয়ে exciting আর thrilling. সারারাত জেগে প্যান্ডেল সাজানো, ভোরে গিয়ে ফুল চুরি, প্রায় সবই এখানেও ছিল। নিয়মমত সকালে অঞ্জলি, দুপুরে খাওয়া আর সেই দিনই

সন্ধে বেলায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হত - নাচ, গান, আবৃত্তি, PRL এর হিমাংশু মজুমদার ম্যাজিক দেখাত। পরের দিন সকালে দধিকর্মা। বিকেলে আমরা রিক্সা নিয়ে শুকনো সবরমতী নদীর ধার দিয়ে চলতে থাকতাম একটু ঠাকুর ডোবানোর মত জলের খোঁজে।

ওই বয়সে সবকিছুতেই চিরাচরিত রাস্তা ভেঙে একটা নতুন কিছু করার প্রবণতা থাকে। পরের বছর পূজোর দুমাস আগে একদিন সুভাস ভৌমিক বলল, "চল, এবার আমরা কারো বাড়ীতে মিটিং না করে পিকনিক-মিটিং করি, আর মিটিং হবে পূর্ণিমার রাত বারোটার সময় দূরদর্শন টি ভি টাওয়ার এর পাশের আমবগানে। জায়গাটা এখন চাপা পড়ে গেছে। সাল হসপিটালের কাছে যে মাঠে আগে বেঙ্গলীক্লাবের দূর্গা

SAC-PRL এর তৃতীয় সরস্বতী পূজো 1973. তখন নাম ছিল বহুরুপী শিল্পী সঙ্ঘ। ডেকোরেশন দীপেন দে আর দীপ্তি রাস্তগী।

পূজো হত, তার পাশে। খুঁজলে হয়ত এখনও দু তিনটে আম গাছ দেখা যাবে।

পূর্ণিমার রাতে পিকনিক একটা দারুন ব্যাপার। তখন সাল হসপিটাল, গুরুকুল রোড, ড্রাইভ ইন থিয়েটার কিছুই ছিল না। শহরের শেষ সীমা ছিল সীমাসোসাইটি, সেনট্ জেভিয়ারস্ লয়লা হলের কাছে। অন্ধকার, নির্জন সরু রাস্তা দিয়ে একটা স্কুটার, একটা বাইক আর গোটা কয়েক সাইকেলে করে আমরা ক'জন হাজির হলাম আমবাগানে। ফুটফুটে জ্যোৎস্না, মাথার ওপরে কাঁসার থালার মত চাঁদ, আমগাছের ছায়া গাছের গুঁড়ির কাছে গুটিয়ে আছে, প্রাণখুলে গলা ছেড়ে গান, পাঁঠার মাংসের ঝোল আর ভাত - এরকম জমাটি পিকনিক ভাবা যায়? তা' বেশ কয়েকবার আমবাগানে প্রাক্ সরস্বতীপূজোর পিকনিক হয়েছিল। তবে রান্না করার সুবিধে হবে বলে পরের দিকে দিনের বেলায় করা হত। পিকনিক আরও অনেক জায়গায় হয়েছে। বিক্রমনগরের জমিতেও construction শুরু হবার আগে একবার পিকনিক করা হয়েছিল।

ঠিক হল, পঁচিশে বৈশাখে একটা অনুষ্ঠান করা যাক। PRL Guest House এর লনে অনুষ্ঠান হল। নাচ, গান, আবৃত্তি ত ছিলই, সবচেয়ে অবাক লেগেছিল PRL এর Dr. অভিজিত সেন পনের-কুড়ি মিনিট ধরে বললেন রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে, একটাও ইংরেজী শব্দ ব্যবহার না করে। অথচ উনি born & brought up in Ahmedabad আর গুজরাটি বউ।

বাঙালির ছেলে ফুটবল না খেললে চলে? একটা টীম তৈরী হল। দিলীপ ধর, সৌরী সেনগুপ্ত, নরেন সেনগুপ্ত আরো অনেকে মিলে রোজ খেলতাম। শুধু বল পেটালে কি মজা আছে? ম্যাচ খেলতে হবে। এক রবিবার মনিনগরের টিমকে রেল কলোনীর মাঠে খেলে এক গোলে হারিয়ে নাচতে নাচতে ফিরে এলাম।

একবার প্রতিমার অর্ডার দিতে দুজন মনিনগরে গেল। সুভাস ভৌমিক মহা ফাজিল ছেলে। ফিরে এসে বলল, "অর্ডার দিয়ে বেরিয়ে আসবার সময় দাদাকে বলে এলাম বৌদিকে কদিনের জন্যে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দিন।" আমি বললাম, "সে কি, কেন?"

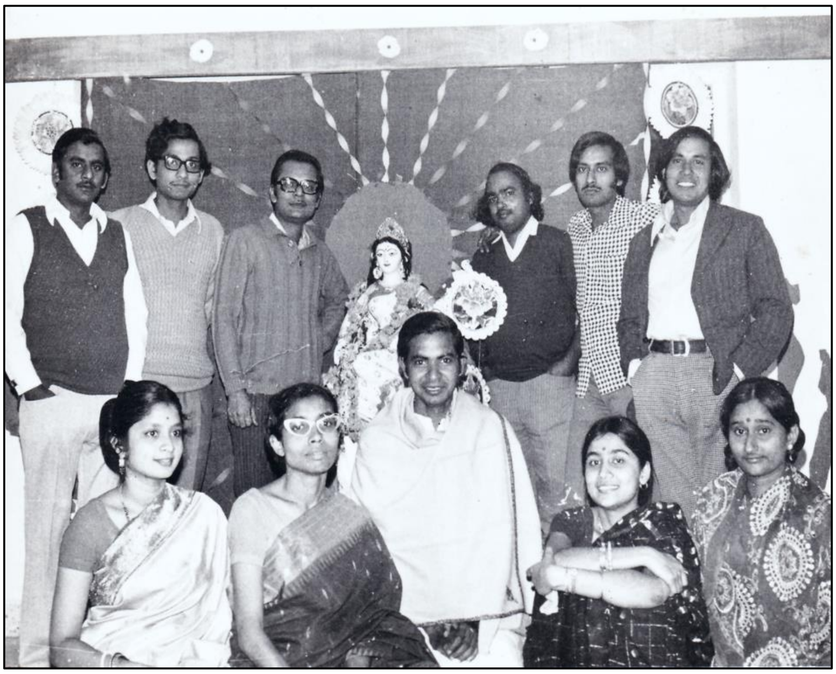

SAC-PRL এর সরস্বতী পূজো 1976. প্রতিমার দুপাশে ডানদিক থেকে বাঁ দিকে দাঁড়িয়ে দীপেন রায়, নরেন সেনগুপ্ত, প্রিয়রঞ্জন দাসগুপ্ত, সুপ্রিয় দাস, কঙ্কর দাশগুপ্ত, তাপস চক্রবর্তী। ডানদিক থেকে বাঁ দিকে বসে মীনা রায়, রচনা দাস, কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, দীপ্তি রাস্তগী, তাপসের স্ত্রী (sorry, নাম ভুলে গেছি)।

ভৌমিক বলল, "বৌদির মুখখানা ত দেখিস নি, আমাদের সরস্বতী ঠাকুরের মুখ যদি ওই রকম বানিয়ে ফেলে!"

একটা নাম ত দিতে হয়। নাম হল বহুরূপী শিল্পী সঙ্ঘ। ঐ নামে চাঁদার বই ছাপা হল। বেশ কিছুদিন নামটা ছিল। সেই নামটা কবে যেন হারিয়ে গেল।

একটা নাটক না হলে জমছে না। বারবার রিহার্সাল হবে, তার সঙ্গে আড্ডা আর জমিয়ে চা, কফি, শিঙাড়া, কচুরি বা গুজরাতী ফরসান - সেই জন্যেই ত নাটক। আর আড্ডা মানেই পলিটিক্স, boss, নেতা, অভিনেতাদের নিয়ে পি এন পি সি।

ঠিক হল "চিরকুমার সভা" করা হবে। ছেলেদের পার্টগুলো ঠিক হয়ে গেল কিন্তু নারীচরিত্র? তখন এক দীপ্তিদি ছাড়া SAC এ আর বাঙালী Lady কেউ নেই। আমাদের কারো তখন বিয়েই হয়নি যে বউদের নাটকে নিয়ে নেব।

সুতরাং নবরংপুরার কাকিমাদের বাড়ীতে আবার যাতায়াত শুরু হল। কাকিমারা খুব উৎসাহী। সেই সময় নবরংপুরার আকাসিয়া ফ্ল্যাটে বেঙ্গলী ক্লাবের হর্তাকর্তারা অনেকে থাকতেন। একেবারে বেঙ্গলী ক্লাবের অন্দরমহলে সাংস্কৃতিক হানা ! ওখানে রটে গেল - কয়েকটা ISRO র ব্যাচেলার ছেলে নবরংপুরায় মেস করে থাকে। তারা একটা ক্লাব করেছে, সরস্বতী পূজো করছে, নাটক করছে, এবার বোধহয় দূর্গা পূজোও শুরু করতে পারে। বেঙ্গলী ক্লাবের প্রেস্টিজে আঘাত। সুতরাং আমাদের ডাকা হল।

তখন শ্রেয়স স্কুলে খুব ঘটা করে বছরে একবার সাংস্কৃতিক উৎসব হত। এক একটা প্রদেশের সাংস্কৃতিক প্রদর্শন। একবার ডাণ্ড্ দরবার, একবার বাঙলা মেলা, এইরকম। সেবার আমরাও গেছি। সেখানে আমাদের ডাক পড়ল। “জগু গাঙ্গুলি তোদের ডাকছে”। জগু গাঙ্গুলি বেঙ্গলী ক্লাবের একজন বিধাতা। ইয়া দসাশই চেহারা, সাদা পাকানো গোঁফ, হাতে লাঠি। ভারি গলায় বললেন "আমাকে চেনো? আমার নাম জগু গাঙ্গুলি। আমি আমেদাবাদের দারোয়ান। স্টেশনে কোন বাঙালী নামলে আমি খবর পাই। তোমরা আবার আলাদা ক্লাব করছ শুনলাম। তার দরকার কি? যা করবার বেঙ্গলী ক্লাবে এসে করবে।”

নাটক ভেস্তে গেল। কিন্তু সেবার দূর্গাপূজোর বেঙ্গলী ক্লাবের ফাংশানে PRL এর বুড়োদা মানে ব্যানার্জীদা সোলো গানের চান্স পেয়ে

গেল। অবশ্য বুড়োদা গাইত ভাল, দরাজ গলা। আমরা দল বেঁধে গিয়ে খুব হাততালি মারলাম।

1974 এ নবনির্মান আন্দোলন। গুজরাত তোলপাড়। আমেদাবাদে কারফিউ। কোন কোন জায়গায় shoot at sight order, পুরুত আসবে কি করে? এবার কি পূজো বন্ধ রাখতে হবে? দীপ্তিদি বলল, "কিছুতেই পূজো বন্ধ হবে না। কল্যাণ পূজো করবে।" ভোরবেলা রাস্তগীদা আমায় বিবেকানন্দ ফ্ল্যাট থেকে স্কুটার করে তুলে নিয়ে গেল নেহেরু পার্কে, রাস্তগীদার বাড়ীতে। পূজো হল।

এইভাবেই শুরু হয়েছিল আমাদের সরস্বতী পূজো। এরপর বছর বছর পূজো চলতে থাকল। শুধু venue পাল্টানো হত, সুবিধা মত কারো বাড়ীতে বা হল এ। তখন ডেকোরেশন, রান্না, পূজো সব নিজেরাই করতাম। আগের রাত থেকেই পায়েস তৈরী শুরু হয়ে যেত। ভোর পাঁচটায় কেউ গিয়ে ফুল বাজার থেকে ফুল আনত। রান্নায় অনেকে সিদ্ধহস্ত হয়ে গেল। কেউ পায়েসে, কেউ খিচুড়িতে, কেউ চাটনিতে। আর অনেকেই সিদ্ধহস্ত ছিল খেতে। কিছুই পড়ে থাকত না।

আর, কত বাচ্চার যে হাতেখড়ি হল তার হিসেব নেই। যাদের হাতেখড়ি হয়েছিল, তারাই এখন বাবা মা হয়ে গেছে। তাদের ছেলেমেয়েদের এখন হাতেখড়ির বয়স হল।

অনেক দিন হল, পুরোন ঘটনা সব মনে পরে না, এখন সব মুখ মনে থাকে না, অনেক নাম হারিয়ে গেছে। সকলেরই বোধ হয় তাই হয়। একজন আমার বিয়ের সময় বলেছিল "কল্যাণ, তুমি হলে আমার ভাইটি, তোমায় ভাইটি বলে ডাকব"। কবে জানি না আমার সেই নামটা হারিয়ে গেছে। এখন সে আমাকে কল্যাণ বলে ডাকে।

সবাই বলল হারিয়ে যাবার আগে যা মনে আছে লিখে ফেল। তাই লিখলাম। অনেকটাই নিজের কথা। তা কি করব, সরস্বতী পূজো আমার জীবনের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িয়ে আছে। সে এক অন্য গল্প।

গল্পকে স্বল্প করতে গিয়ে অনেকের অবদান অনুক্ত রয়ে গেল। যাদের নাম করলাম তারা অনেকেই চলে গেছে আমেদাবাদ ছেড়ে, সবাইকে ছেড়ে। তবে এটুকু বলতে পারি ঘটনাগুলো এইরকমই ঘটেছিল, জীবনটা এইরকমই ছিল।

SAC-PRL এর প্রাক্ সরস্বতী পূজোর পিকনিক, থল্‌তেজ টেকরা, দূরদর্শন টি ভি টাওয়ারের পাশের আমবাগানে, 1973

তা সেই 1971 সালে শুরু হওয়া SAC-PRL এর সরস্বতীপূজো এখনও পর্যন্ত কোনও বছর বন্ধ হয়নি। এমনকি 1974 এ নবনির্মান আন্দোলনের সময় কারফিউ এর মধ্যেও এই পূজো বন্ধ হয়নি। হবেও না। সরস্বতী পূজো কেন্দ্র করে SAC-PRL এ বাঙালি সংস্কৃতির যে অংকুর মাথা তুলেছিল, মা সরস্বতীর নতুন বরপুত্র বরপুত্রীরা তাকে আজ মহীরুহে পরিণত করতে চলেছে দেখে আমরা সবাই গর্বিত।

****

গোল্লাবালিশ ও অঙ্ক স্যার

তীর্থপ্রতিম দাশ

****

প্রথম পর্ব

****

ঠিক দুপুরবেলা গ্রামের মিষ্টির দোকানের সামনে এসে দাঁড়ালো গোল্লাবালিশ। গোল্লাবালিশ একজন মার্জারসুন্দরী; গোল মুণ্ডু, খাড়া খাড়া কান, গোলাপী নাক, আর লোমশ সাদা - সোনালী রঙ মেশানো শরীর। দেখেই বোঝা যায় যে গোল্লাবালিশ নাম সে নিজের যোগ্যতায় অর্জন করেছে। সে ভরদুপুরে মিষ্টির দোকানের সামনে এসে দাঁড়াতেই ময়রা জিজ্ঞাসা করল, "কী চাই?" "দেখতে এলাম, তুমি ঠিকঠাক আছো কিনা।" উত্তর দিল গোল্লাবালিশ।

গোল্লাবালিশ কারণ ছাড়া কিছু করার পাত্রী নয়, গ্রামে খুব একটা সুনামের অধিকারিনী ও সে নয়, তার ব্যাপারে গ্রামের গৃহস্থরা একটু সতর্ক হয়েই চলে। ময়রা একটু সন্দেহের চোখে তাকিয়ে রইল। "এইটা কী?" কাচের বাক্সের একদিকে থাবা তুলে দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করল গোল্লাবালিশ। "ওগুলো রসগোল্লা।" সংক্ষেপে কথা সারলো ময়রা। "দেখে তো মনে হচ্ছে না!" নিজের সুচিন্তিত মতামত জানালো গোল্লাবালিশ। "তবে কী মনে হচ্ছে!" ময়রা অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল। কয়েকবার জিনিসগুলো মন দিয়ে দেখেশুনে গোল্লাবালিশ বলল, "মনে হচ্ছে ক্ষীরকদম্ব।" "ওটা ক্ষীরকদম্ব হতে যাবে কেন? ওটা তো রসগোল্লা"। ময়রা বলল। "না! ওটা ক্ষীরকদম্ব। তুমি রসগোল্লা বলে লোকজনকে বোকা বানিয়ে ক্ষীরকদম্ব বিক্রি করছ বুঝি? কেউ কিছু বলে না বলে, তাই না? দাঁড়াও, আমি সবাইকে বলে দিচ্ছি.... বলে দিলাম কিন্তু.... এই চল্লাম বলে দিতে..." বলে গোল্লাবালিশ মোটা লেজটি নিশানের মত তুলে দোকান থেকে বেরিয়ে যাবার উপক্রম করল। ময়রা দেখলো, দারুণ বিপদ। মিথ্যে কথা রটিয়ে দিলে দোকানের বিক্রি বন্ধ হয়ে যাবে। গোল্লাবালিশ এই কাজ অনায়াসে করতে পারে। সমরিয়া হয়ে বলল, "তুমি নিজে খেয়ে দেখো এগুলো রসগোল্লা কিনা..." এইবার কাজ হল। গোল্লাবালিশ দোকান থেকে বেরোতে গিয়েও থেমে গেল। গোল মুণ্ডুটা ঘুরিয়ে তাকালো গোল্লাবালিশ। তারপর বলল, "দেবে? দাও তাহলে দুটো। আমার যদিও পেট ভর্তি|" ময়রা দোকানের মধ্যেই একটা জায়গা করে তাকে একটা শালপাতার বাটিতে করে দুটো রসগোল্লা দিল। একেকটা ওর মুণ্ডুর হাফ সাইজের। দুই মিনিটের মধ্যেই সেদুটি সাবাড় করলো গোল্লাবালিশ। "এবার বিশ্বাস হল তো, এগুলো ক্ষীরকদম্ব নয়, রসগোল্লা?" ময়রা বলল। একটু ঢেঁকুর তুলে গোল্লাবালিশ বলল, "ঠিক বুঝলাম

না। আরো দুটো দাও।” দেওয়া হল তাকে। আরো দুটো। দুই মিনিটে সেগুলিও সাবাড়। “এবার বুঝেছো তো?” ময়রা প্রশ্ন করল। “কি করে বুঝবো? দুটো ক্ষীরকদম্ব দাও। খেয়ে দেখি। তবে তো বুঝবো।” গোল্লাবালিশ চোখ পিটপিট করে বলল। ময়রার রোখ চেপে গেছে। সে বাটি করে দুটো ক্ষীরকদম্ব দিল। ঠিক দুমিনিটের মধ্যে সেদুটিকেও সাবাড় করে আরো একটা ঢেঁকুর তুললো গোল্লাবালিশ। ময়রা চেয়ে রইল ওর দিকে।” কিছু বলবে নাকি? বলেই ফেল।” বলল গোল্লাবালিশ। “এবার বুঝেছো?” “সবই তো একইরকম লাগলো। তো এক কাজ করো। একটা বাটি করে একটা ক্ষীরকদম্ব আর একটা রসগোল্লা দাও। দুটোই একটু একটু করে খেয়ে বলি কোন তফাৎ আছে কি না।” দেওয়া হল। একটা বাটি করে একটা ক্ষীরকদম্ব আর একটা রসগোল্লা। বেশ আরামের সঙ্গে চোখ বুজে খেতে লাগলো গোল্লাবালিশ। একবার এটায় কামড় বসায় তো পরের বার ওটায়। তিন মিনিটে দুটোই শেষ। “এবার তো বুঝলে?” ময়রা প্রশ্ন করল। “এই রে, আমাকে বলবে তো কোনটা কী ছিল? ডান দিকের টা রসগোল্লা ছিল নাকি বাঁ দিকের টা?” আবার দেওয়া হল। একটা ক্ষীরকদম্ব আর একটা রসগোল্লা। এবার বলে দিল ময়রা। বাঁ দিকে যেটা, সেটা ক্ষীরকদম্ব। ডানদিকে যেটা, সেটা রসগোল্লা। গোল্লাবালিশ বলল, “শান্তিমত খেতে দাও তো বাপু, অত করে বারবার বলতে হবে না।”ময়রা ভয়ে চুপ করে গেল। গোল্লাবালিশ চেটেপুটে সেগুলোকেও সাবাড় করল। ময়রা জিজ্ঞাসা করল, “এবার?” গোল্লাবালিশ একটা বড়সড় হাই তুলে বলল, “একটু শুয়ে শুয়ে ভাবতে হবে। ভেবে টেবে বলব খন। একটু বিছানা করে দাও তো।”করে দেওয়া হল। বিছানা। মোটা করে চাদর বিছিয়ে গদি দিয়ে নরম করে ময়রাকে দিয়ে একটা বিছানা করিয়ে নিল গোল্লাবালিশ। “এটা ওদিকে টান... ওটা আরেকটু নরম করে দাও...” ইত্যাদি বলে টলে বেশ একটা নরম বিছানা বাগিয়ে নিল সে। তারপর পেটটা উঁচু করে, দুটো হাতপা উপর দিকে করে চোখ বুজলো গোল্লাবালিশ। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই আবার এক চোখ খুলে তাকালো, “কী হল, পেটে সুড়সুড়ি দাও। নয়তো ভাববো কি করে!”

ধমক খেয়ে ময়রা তাড়াতাড়ি তার পেটে সুড়সুড়ি দিতে লাগলো। আরামে চোখ বুজে এলো গোল্লাবালিশের। একটু পরেই সে নাক ডাকতে লাগলো।

এইভাবে সন্ধ্যে গড়িয়ে রাত হল। গোল্লাবালিশ তখনও ঘুমিয়ে। বেশ আরামেই ঘুমোচ্ছে। ময়রাও ভুলে গিয়েছিল তার কথা। সে দোকান টোকান বন্ধ করে চলে গেল। গোল্লাবালিশ রয়ে গেল দোকানের মধ্যে।গোল্লাবালিশ কিন্তু চোখ অর্ধেকটা খুলে দেখছিল। ময়রাকে সে দোকান বন্ধ করে চলে যেতে দেখেছে। ময়রা দোকান বন্ধ করে চলে যেতেই সে উঠে খুব এক চোট নেচে নিল। তারপর বুঝলো, খিদেও পেয়েছে। অতটুকু খাবার আবার পেটে থাকে নাকি! ঘুমের মধ্যেও কত্ত ছোটাছুটি করতে হয়েছে তার হিসেব কে রাখে! সে একবার দোকানের মধ্যে রাখা কাচের বাক্সের জিনিসগুলো ভালো করে দেখলো। রসগোল্লা আর ক্ষীরকদম্ব তো চাখা হয়েই গিয়েছে, এরপর নজর গেল অন্যগুলোর দিকে। এক ঘণ্টার মধ্যে দশটা কালোজাম, দশটা লেডিকেনি, পাঁচটা সিঙ্গারা, পাঁচটা কচুরি, তার সঙ্গে আলুর দম, শেষ। তারপর হাই তুলতে তুলতে আবার ঘুম। ভোরবেলা উঠে আবার গুজিয়া সেবন.... তারপর পান্তুয়া গোটা পনের। কচুরি কয়েকটা বেঁচে ছিল, সেগুলোকেও সাবাড় করা গেল। তারপর আবার ঘুম।

****

দ্বিতীয় পর্ব

****

পরদিন সকালে ময়রা আর ময়রার দাদা এসে দোকানের ঝাঁপ খুললো। ময়রার দাদার চোখ পড়ল কাঁচের বাক্সগুলোর দিকে। “বাঃ। কাল তো অনেক মিষ্টি বিক্রি হয়েছে দেখছি! বাক্সগুলো তো সব প্রায় ফাঁকা!” ময়রার দাদা বেশ উচ্ছ্বাসের সঙ্গেই বলল।

গোল্লাবালিশ এতক্ষণ একটা বেঞ্চের পায়ার পিছনে লুকিয়ে ওদের কথাবার্তা শুনছিল; এখন কেউ না দেখে মত সুরুৎ করে দোকান থেকে

পালিয়ে গেল। ময়রা বা তার দাদা, কেউই তাকে দেখতে পেলো না।
ময়রা নিজেও অবাক হয়ে হাঁ করে কাঁচের বাক্সগুলো দেখছে। এত মিষ্টি, সিঙ্গারা, কচুরি যে সত্যিই বিক্রি হয়নি সেটা তার থেকে বেশি আর কেউ জানে না। বিড়ালটা তো কেবল কয়েকটা ক্ষীরকদম্ব আর রসগোল্লা খেয়েছে; কিন্তু এত মিষ্টি, কচুরি, সিঙ্গারা, আলুর দম, সব গেলো কোথায়? সেও বোকার মত চেয়ে রইল।
ময়রার দাদা ক্যাশবাক্স খুলে চিৎকার করে বলে উঠলো, "কই, টাকা তো বেশী নেই! তাহলে বিক্রির টাকা কোথায় গেল?" বলে ছোট ভাইয়ের দিকে সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকাতে লাগলো। "নিজে খেয়েছিস না, সত্যি করে বল।" ছোট ভাইয়ের মিষ্টান্ন প্রিয়তার কথা স্মরণ করেই সে নিশ্চিন্ত হতে পারল না।
"না না দাদা, আমি খাইনি, সত্যি বলছি, নিশ্চই চুরি হয়েছে। চোর এসেছিল নিশ্চই।" দাদাকে বোঝাবার চেষ্টা করে ছোটভাই।
"হুম! চোর এলে টাকা পয়সার দিকে না তাকিয়ে মিষ্টি, সিঙ্গারা, এসব খেয়ে নিল!" দাদা আবার সন্দেহের চোখে তাকায়।
"বেশ দাদা, তুমি থানায় চল। আমরা নালিশ করি।" মরিয়া হয়ে বলে ওঠে ছোট ভাই।
এবার আর সন্দেহের কোনো কারণ থাকে না দাদার। সে বলে, "চল যাই।"

****

তৃতীয় পর্ব

****

দুই ভাই আবার দোকান বন্ধ করে থানায় গেল। যশোবন্ত দারোগা সকাল সকাল একটা এক ইঞ্চি মোটা ওমলেট, পাঁচখানি টোস্ট, আর এক কাঁদি কলার সদ্ব্যবহার করছিলেন, অসময়ে ওদের দেখে একটু বিরক্তই হলেন। ভারী গলায় বললেন, "কী চাই?"
ময়রার দাদা ভয় পেয়ে ছোট ভাইকে ঠেলা দিয়ে বলল, "তুই বল।"
ছোট ভাই বলল, "বা রে! তুমিই তো বলেছ বড়দের সামনে মুখ খুলতে নেই। তুমিই বল।"
রক্তনেত্রে একবার ছোট ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে দাদা বলল, "চুরি হয়ে গিয়েছে।"
চুরি কথাটা শুনে যশোবন্ত দারোগা একটু নড়েচড়ে বসলেন। ভারী গলা শোনা গেলো, "কত টাকা? নাকি গয়না? সোনা, রুপো, নাকি হীরে?"
"না না ওসব আমরা কোথায় পাবো? আমরা গরিব মানুষ।" দাদা বলল।
"তাহলে? গরু, না ছাগল?"
এবার একটু মনক্ষুন্নই হল দাদা। তাকে দেখে কি গরু বা ছাগল বলে মনে হচ্ছে? মুখে বলল, "না না, দিব্যি মানুষ।"
"মানুষ চুরি হয়েছে?" এবার উৎসাহ পেলেন যশোবন্ত দারোগা, "দাঁড়ান, পল্টন ভালো ছবি আঁকে। এই পল্টন, ইধার আও!"
কনস্টেবল পল্টন সিং সুযোগ পেয়ে থানার ভিতরের ঘরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মুখে একটা আস্ত ডিমসেদ্ধ পুরে দিয়েছিল, এখন হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে খুট করে একটা বড়সড় স্যালুট করল।
"পেন পেন্সিল খাতা লাও। অপহরণ কা কেস হ্যায়। একঠো ছবি বানানা হ্যায়।"
পল্টন ওই ডিম সেদ্ধ প্রাণপণে গিলতে গিলতে পেন পেন্সিল ইরেজার আর খাতা নিয়ে এলো।
"ইয়ে তুমকো হারানো আদমির পুঙ্খানুপঙ্খ বর্ণনা করেগা, ঔর তুম ছবি আঁকেগা। বুঝা হ্যায়?" যশোবন্ত দারোগা নিশ্চিত হয়ে নিতে চাইলেন।
"জী সাব।" পল্টন বলল। সে বুঝেছে।
ময়রা বুঝলো কেস অন্যদিকে ঘুরছে। সে দাদার অনুমতির তোয়াক্কা না করেই বলল, "স্যার। মানুষ চুরি হয়নি। আমাদের দোকানে চুরি হয়েছে।" কি চুরি হয়েছে সেটা আর বলল না; বললে যদি পুলিশ কেস না নেয়!
এবার একটু দমে গেলেন যশোবন্ত দারোগা। পল্টন তখন প্রাণপণে ডিমটা গিলবার চেষ্টা করছে। রক্তচক্ষু করে দারোগা তাকালেন ময়রার দিকে। তারপর কী ভেবে বললেন, "তাতে কী হয়েছে? চোর কেমন দেখতে ছিল সেটাই বল। পল্টন, ধ্যান সে শুনো।"
ময়রার দাদা বলতে গিয়েছিল যে চোরকে যদি দেখতেই পাবো তাহলে আর কষ্ট করে থানায় আসবো কেন, সেখানেই প্রহারেন ধনঞ্জয় করে

দেবো তো... কিন্তু ভাইয়ের মুখের দিকে চেয়ে চুপ করে গেল। মাঝে মধ্যে বোকা ভাইটাকেও কেমন যেন চালাক বলে মনে হয় তার।

"আমি বলছি স্যার" বলে বর্ণনা শুরু করল ময়রা, তার মুখে ফুটে উঠেছে অতগুলো ক্ষীরকদম্ব আর রসগোল্লা ধ্বংস করার প্রতিশোধ স্পৃহা।

ওদিকে পল্টন ডিম সেদ্ধটাকে পুরো গিলে ফেলতে পেরে জোরে জোরে শ্বাস নিচ্ছে। তার খাড়া খাড়া কান ময়রার দিকে। হাতে পেন্সিল।

ময়রা বর্ণনা করে গেল, "গোল মুণ্ডু, খাড়া খাড়া কান, খয়েরী রঙের চোখ, দুদিকে ছড়িয়ে থাকা খোঁচা খোঁচা গোঁফ, সারা গায়ে লোম...." ওদিকে খসখস করে আঁকতে লাগলো পল্টন।

"হয়েছে? এবার যাও। পল্টনের ছবি আঁকা শেষ। ওই ছবি এখনই আমি কপি করিয়ে জায়গায় জায়গায় সেটে দেবার ব্যবস্থা করছি। সঙ্গে থাকবে পাঁচশো টাকা পুরস্কার। যে সন্ধান দেবে সে পাঁচশো টাকা নগদ পাবে।" দারোগা বললেন। লোক দুটোকে বিদায় করতে পারলে তিনি খুশী।

দাদা আর ভাই বেরিয়ে এলো থানা থেকে। দাদা বলল, "তুই কি সত্যি সত্যি চোরকে দেখেছিলি নাকি? আমায় বলিসনি তো?"

"হু হু ... তোমারই তো ছোট ভাই। এইটুকু পারবো না?" একটু আত্মপ্রসাদের হাসি হাসে ময়রা।

"সেসব ঠিক আছে", একটু চিন্তিতই দেখায় দাদাকে, "কিন্তু আমরা থানায় ওর নামে কমপ্লেন করেছি জানলে চোরটা যদি রাত বিরেতে দলবল নিয়ে আসে?"

"চিন্তা করো না দাদা। আমাদের দোকানে আর চুরি হবে না, দেখে নিও।" দাদাকে আশ্বাস দিল ভাই। ভাইয়ের আশ্বাসবাণী তে দাদা কতটা আশান্বিত হল সেটা যদিও বোঝা গেল না।

সেদিন দুপুরে দোকানে বসে দাদা উশ খুশ করতে লাগল। ভাই জিজ্ঞাসা করল, "কী হয়েছে, দাদা? পেট কামড়াচ্ছে?"

"না রে" দাদা বলল, "পল্টুর আজ অংক পরীক্ষা। অংকে খুবই কাঁচা কিনা, তাই সকালে খুবই কান্নাকাটি করছিল। আমিও বলেছি, এবার অংকে ফেল করলে পিঠে যাদব চক্রবর্তীর বইটাই আস্ত ভাঙবো।"

"তোমার চিন্তা হলে ঘুরে এসো না, দাদা, আমি দোকানে আছি।" অনুগত ভাই দাদাকে আশ্বস্ত করে বলল।

"না রে, চল আজ তাড়াতাড়ি দোকান বন্ধ করে দুজনেই বাড়ী চলে যাই। ছেলেটা নির্ঘাত ফেল করেছে, বুঝলি?"

সেইমত দুই ভাই বিকেল বিকেল দোকান বন্ধ করে বাড়ী ফিরলো।

বাড়ী ফিরে চমকে গেলো ওরা। দেখলো, বাড়িতে উৎসবের মেজাজ।পল্টু, অর্থাৎ দাদার এগারো বছরের ছেলেটা লাফিয়ে লাফিয়ে খেলছে উঠোনে, আর একটা ছাগলকে দুইয়ের নামতা শেখাচ্ছে। ভয়ের, আশঙ্কার, অবসাদের, উৎকন্ঠার, উদ্বেগের, বা ওই জাতীয় কোন অনুভূতিরর চিহ্নমাত্র নেই।

পল্টুর মা খুশিতে ডগমগ হয়ে ছুটে এলো। বলল, "ওগো, তোমার ছেলে আজ নিজে টাকা উপার্জন করেছে গো! সেই টাকায় আজ পাঁঠার মাংস আনিয়েছি। পাঁচশো টাকা পেয়েছে, পাঁচশো টাকা!"

চমকে উঠলো দাদা। জিজ্ঞাসা করল, "সেকি! ওকে পাঁচশো টাকা কে দেবে! ওর না আজ অংক পরীক্ষা ছিল? ফেল করেনি?"

"সেকি! আমার সোনা ছেলে .... সে ফেল করতে যাবে কেন, কোন দুঃখে! পল্টু বাবা, তুই ই বল কী হয়েছিল।"

পল্টু তার ছাগল কে অংকের পাঠ দেওয়া থেকে বিরতি নিয়ে বলল, "ফেল করিনি বাবা। অংকে পরীক্ষাটাই তো হয়নি।"

"সে কি, কেন রে?" সন্দিগ্ধ কণ্ঠ শোনা যায়।

"হবে কী করে? অংকে স্যারকে তো পুলিশ ধরে নিয়ে গেছে। স্যার কিছুতেই যেতে চাইছিল না, পুলিশ চ্যাংদোলা করে নিয়ে গেল।"

"সে কী রে! আর তুইই বা টাকা পেলি কোথায়?"

"বা রে, আমিই তো স্কুলের পথে যেতে রাস্তার ধারে দেওয়ালে আটকানো পোস্টারে অংক স্যারের মুখের স্কেচ দেখলাম। নিচে লেখা ছিল: 'ভয়ংকর আসামী পলাতক; সন্ধান দিতে

পারিলে পাঁচ শত টাকা পুরষ্কার।' আমি তো একবার দেখেই চিনেছি, তখন সঙ্গে সঙ্গে এক ছুটে থানায় গিয়ে পুলিশকে বলি যে ছবির ওই লোকটা এখন আমাদের স্কুলে ক্লাসে বসে আছে, একটু পরেই অংক পরীক্ষা নেবে। পুলিশ তখন আমার সঙ্গেই স্কুলে এসে অংক স্যারকে জোর করে তুলে নিয়ে গেল। আর আমাকে পাঁচ শো টাকা পুরস্কার দিল। পুলিশ কী ভালো না, বাবা?"

****

দুগ্গা পাঁচালি

বনবীথি কোলে শেঠ

সরস্বতীঃ এবার পুজোয় শাড়ির বদলে ফ্রক পড়লে কেমন হয়?

লক্ষ্মীঃ আমি তাহলে সালোয়ার-কামিজ পড়ব। সেই একই রকম শাড়ি পড়তে আর ভালো লাগেনা।

গণেশঃ শাড়ি তো তাও ঠিকআছে, এখনও অনেকে পড়ে। কিন্তু, পুরোহিত ছাড়া তো আর কাউকে দেখিনা ধুতি পড়তে।

কার্ত্তিকঃ হ্যাঁ, ধুতি পড়ার ঝক্কি অনেক। সব সময় ভয়ে ভয়ে থাকতে হয়, এই বুঝি কাছা খুলে পায়ে জড়িয়ে গেল। তবু, প্যান্ট ছেড়ে কেন যে আমরা পড়ি !

লক্ষ্মীঃ তোদের ধুতির বদলে জিন্স্ পড়ার আবদার মা হয় তো মেনে নেবে – দেখ্ চেষ্টা করে।

সরস্বতীঃ তবে, আমাদের সে ছাড় মিলবে বলে মনে হয়না - পরম্পরা ধরে রাখার গুরুদায়িত্ব আমাদের ঘাড়ে এসেই পড়বে!

দুর্গাঃ অনেকক্ষন ধরেই কানে আসছে! আলোচনা তে ক্ষতি নেই; তবে, যে যেমন পোশাক পড়ে যাস্ তেমনি যাবি, অন্যথা হয়না যেন।

সবাইঃ মা, তোমার কি ইচ্ছা করেনা একবার অন্য কিছু পড়ে যাই?

দুর্গাঃ আমাকে পুজো উপলক্ষে সবাই ভালোবেসে শাড়ি ই দেয়; সে গুলোই পড়ি – ভালো লাগে। তবে মাঝে মধ্যে মনে হয়না তা নয়। বিশেষ করে নবমীর রাতে সবাই কে যখন দেখি বাহারি পোশাকে – তখন মনে যে একে বারে হয়না, তা বলবনা।

(এমন সময় অসুর পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। একটু থমকে কি যেন ভাবল, তারপর গুটি গুটি পায়ে ভিতরে প্রবেশ করলোঃ)

গণেশঃ অসুরকাকু কেমন আছো? লাড্ডু খাবে নাকি?

অসুরঃ আর রসিকতা করো না ভাই পো। পুজো আসছে, আমাকে তো ৬-প্যাক বানাতে হবে! তোমাদের তো আর সে প্রদর্শন নেই। কি করে বুঝবে? কত কি খাবার! এমন কি আমার নামে আলাদা নৈবেদ্য! তবুও, মন ভরে খেতে পাই না!

গণেশঃ কাকু, দুঃখ করোনা। আমিও পুজোরই প্রস্তুতি নিচ্ছি। এই হাঁড়ি ভর্তি লাড্ডু, সব কটা শেষ করতে হবে এখন! কচি কাঁচারা এসে প্রথমে আমাকে ই তো

দেখবে আর বলবে - "ঐ দেখো, গণেশ মামা, পেট্‌টিধামা"।

দুর্গাঃ কি রে অসুর, কিছু বলবি?

(আমতা আমতা করে অসুর বলতে লাগলোঃ)

অসুরঃ বলছিলাম, অস্ত্রে একটু পরিবর্তন আনলে হয়না? আমি যদি অস্ত্র হিসাবে একটা ল্যাপ্‌টপ হাতে নিয়ে মর্ত্যে যাই – মন্দ হবে? মানে, অসুর তো মর্ত্যে এখন না না রূপে বিরাজমান – হাইটেক অসুর এর সংখ্যা নেহাত কম নয়! প্রতি বার একই রকম ভাবে যাই, তাই ভাবছিলাম যদি এবার অন্য রূপে যাওয়া যেত! আপনাকে তো মর্ত্যে সবাই খুব মান্য করে। তা যদি একবার ওদের বুঝিয়ে বলেন!

দুর্গাঃ তোদের কি হয়েছে সব বল ত? শোন্‌, পুজোর চারদিন সবাই ঠাকুর তলায় আসে, হয় ছোট বেলাকে খুঁজতে, না হয় ছোটবেলা গড়তে। আমাদের ঐতিহ্যের মধ্যেই ওরা নিজেদের নাড়ির টান অনুভব করে। যেখানে ভালোবাসা অফুরান্‌, সেখানে বছরের চারদিন একটু কষ্ট করে প্রথাগত রীতি মেনে চলা ই যায়।

সবাইঃ বাংলা'য় না হোক, প্রবাসে তো কিছুটা আলাদা করাযায় – না কি?

দুর্গাঃ প্রবাসীরা তো আরও কাঙাল! দেখিসনা, কোথাও কোথাও নিয়ম মেনে যদিও বাচার দিন পুজো করতে না পারে, শত প্রতিকুলতার মাঝে ও সপ্তাহান্তে দু'দিন অন্তত আমার আরাধনা করবে ই; কোন খামতি রাখেনা – দেখে মন একেবারে ভরে যায়। তবে, মন খারাপ করিস না – ফিরে আসার সময় আমরা পছন্দ মত কেনাকাটা করে আনবো।

সবাইঃ কেনাকাটার তো সময় ই পাওয়া যায়না, যা ব্যস্ততা থাকে।

দুর্গাঃ তা ঠিক! তোরা অনেক করে বলিস্‌, ভাবছি এবার তাহলে অনলাইনে কেনা কাটা করে দেখবো।

সবাইঃ বাহ্‌! অতি উত্তম!

(এমন সময় একটা মস্ত বড় ব্যাগ হাতে শিব প্রবেশ করলোঃ)

শিবঃ এইদেখ্‌, সরোবর মার্কেট থেকে তোদের সব শাড়ি, ধুতি, পাঞ্জাবী কিনে আনলাম। আর তো ক'দিন বাদেই পুজো, তোড় জোড় শুরু কর্‌। (*দুর্গার দিকে তাকিয়েঃ*) আচ্ছা ভালো কথা, খবর পেলাম এবারে কয়েক জায়গায় নতুন করে তোমার আরাধনা শুরু হবে। তার মধ্যে ইসরো-কলোনী ও আছে। যদিও শুনলাম, আমিষের ব্যবস্থা করে উঠতে পারেনি ওখানে। কিন্তু, তোমার তো অনেক দিনের ইচ্ছা ইসরো-কলোনী তে যাবার।

দুর্গাঃ ও, তাই না কি? খুব ভাল কথা। নিশ্চয় যাব। প্রথম আয়োজনের উৎসাহ ও আবেগ দুটোই বড় স্বতন্ত্র – খুব ভালো লাগে আমার। তা ছাড়া, আজকাল কার দিনে গজ, নৌকা, ঘোড়া, দোলা – এসব এ যাতায়াত করা খুবই মুশকিল হচ্ছে; ওদের সাথে কথা বলে যদিএকটা 'কৈলাশ-যান' এর ব্যবস্থা করা যায়, তবে মন্দ হয়না!

সবাইঃ হু'রে – চলো পুজোর গন্ধ ছড়িয়ে সকলকে দুর্গো ৎসবে মাতিয়ে তুলি ...

... হঠাৎ কানে এলো সলিল চৌধুরীর গান "ও..,আয়রে ছুটে আয় পুজোর গন্ধএসেছে ..."- ঘুমটা ভেঙে গেল; ভুলেই গিয়ে ছিলাম, গত রাতে আল্যার্মের টোন টা চেঞ্জ করেছিলাম।

মৌলিক

শ্রেয়া মিশ্র

আদিশক্তি জন্ম নিলেন গিরিরাজ হিমালয় ও রানী মৈনাবতীর কন্যা রূপে। শিশুকন্যার নাম হল পার্বতী অর্থাৎ পর্বত নন্দিনী। পিতা গিরিরাজের যুদ্ধক্ষেত্রে প্রস্থানের পরবর্তী তে বালিকা পার্বতী তাঁর মাতার সহিত ঋষি দধীচির আশ্রমে অতিথি রূপে বসবাস শুরু করলেন। ঋষি দধীচি পার্বতীর শিশু হৃদয়ে শিব চেতনার জাগৃতি ঘটালেন।

সত্য ও সুন্দর রূপী শিব যে তাঁর প্রকৃত স্বামী পার্বতী তা অনুভব করলেন। গিরিরাজ যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে এলে পার্বতী তাঁর পিতা ও মাতার সহিত রাজমহলে প্রস্থান করলেন। পার্বতী এখন যুবতী। তিনি তাঁর দুই সখী জয়া ও বিজয়ার সান্নিধ্যে হিমালয়ের গহন অরণ্য পথে ভ্রমণ করেন। নিজের অজ্ঞাতে যেন কিসের অনুসন্ধান করেন। তবে কি সে সেই বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা তাঁর নেই।

অপর দিকে সতীর দেহত্যাগের পরবর্তী তে মহাদেব শিব সমাধিস্থ হয়েছেন পুণ্য ভূমি হিমালয়ের অমরনাথ গুহায়। সেই গুহার প্রবেশ দ্বার অভেদ্য। তবু নিয়তি। পার্বতী অরণ্য পথে ভ্রমণ করতে করতে এসে উপস্থিত হলেন গুহার সম্মুখে। তিনি তাঁর কোমল ও করুণাময়ী হস্তে বিল্লপত্র ধারণ করলেন। সেই হস্ত প্রবেশদ্বারের উপর রাখতেই দ্বার উন্মোচিত হল।

শান্ত যোগী মহাদেব এই মুহূর্তে তাঁর সমীপে সমাধিস্থ। গুহায় পদার্পণ করলেন পার্বতী। ধীরে ধীরে গুহা পথে অগ্রসর হলেন তিনি। এই অগ্রগতি তাঁর পূর্বজন্মের স্মৃতি কে সক্রিয় করে তুলল। পূর্ব জন্মে সতী রূপে শিবের সহিত বিবাহ, সুখী দাম্পত্য ও পরবর্তী কালে ঘটনা ক্রমে যজ্ঞের অগ্নিতে তাঁর শরীরের দহন এই সম্পূর্ণ স্মৃতি তাঁকে স্বামীর সহিত পুনর্মিলনের জন্য অধীর করে তুলল।

দেবরাজ ইন্দ্রের আদেশে মদন দেববাণ নিক্ষেপ করে শিবের সমাধি বিঘ্নিত করতে চাইলে শিবের তৃতীয় নয়ন উন্মোচিত হল।

শিবের তৃতীয় নয়নোৎসারিত ক্রোধাগ্নি তে মদনদেব ভস্মীভূত হলেন। শিবের সমাধি ভঙ্গ হলে পার্বতী শিবের নিকট আত্মপরিচয় দিয়ে তাঁকে স্ত্রী রূপে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করলেন।

কিন্ত সতীর দুঃখজনক পরিণতির কথা চিন্তা করে শিব এই পুনর্মিলনে অসম্মত হলেন

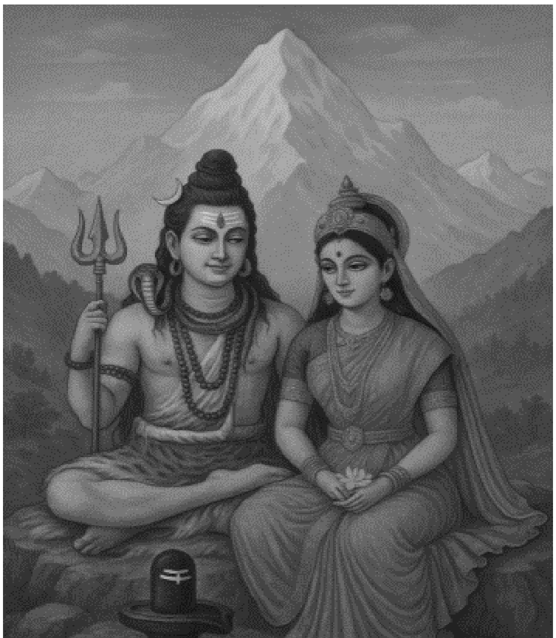

ও প্রস্থান করলেন। সমগ্র সৃষ্টির ক্রমিকতা রক্ষার্থে শিব ও শক্তির মিলন অনিবার্য। সেই অর্থে শিব প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে পার্বতী তপস্যা আরম্ভ করবার সিদ্ধান্ত নিলেন।
পরম বৈরাগী শিব যখন গন্তব্য, তখন অবলম্বন একমাত্র ভক্তি মার্গ।
বিষ্ণু মৃণ্ময় শিবলিঙ্গ প্রস্তুত করে তা পার্বতীকে প্রদান করলেন। অমরনাথ গুহা মধ্যে মৃণ্ময় শিবলিঙ্গ সম্মুখে পরম যোগিনী পার্বতী পঞ্চঅগ্নি তপস্যায় রত হলেন।
আপন অস্তিত্ব হতে সমস্ত প্রকারের সংকীর্ণতা ও সীমাবদ্ধতা কে শূন্য করে দিয়ে ধীরে ধীরে ঈশ্বরত্ব প্রাপ্তির পথে অগ্রসর হলেন। সাধনার মাধ্যমে উত্তীর্ণ হলেন পার্বতী।
শিব ও পার্বতী ঐক্যবদ্ধ হলেন।
সত্য ও শক্তির চিরন্তন সহাবস্থানকে এইরূপে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে -- একমাত্র সত্যেই শক্তির বাস। অসত্য অশক্ত করে। সত্য ও শক্তি একে অপরের প্রতিবিম্ব ।।।

****

SPACENCE
Dependable. Beyond Boundaries

Your reliable partner for SPACE and DEFENCE systems development!!

Our Major Offerings

BSMS Precise & Efficient Motion Delivered...	Turnkey Solutions for Ground Support Equipment's and Flight Model Systems
BS Motion Systems (BSMS) - Our dedicated vertical for precision motion solutions... Linear-Rotary Actuators/Stages 2 Axis / 3 Axis / N-Axis motion Nanometre resolution positioning Gantry Robots End of Line Automation Industrial Pick & Place Solutions	Containers, Handling & Integration Fixtures ***Comprehensive*** solutions for all major domains – Thermal, Structural, Vibration, Mechanisms, T&E, R&D, Optical, RF/Antenna, Quantum You Design – *We Realize, Integrate, Test, Ship, Install – Complete Campaign Mode 24 x 7*

Other Services
Built to Print |Flight Model Systems Design Services | Material Sourcing | R&D

Reach us @
SPACENCE SYSTEMS PVT. LTD.
Changodar, Ahmedabad – Gujarat – 382213 | Email - info@spacence.com | 6359180439

উলুপী

সোমা চক্রবর্তী

মহাভারতের নারী চরিত্র গুলি বিস্ময়কর — তাদের সাহস, সত্যনিষ্ঠা ও সরল দৃষ্টিভঙ্গি আজ ও বিস্মৃত হয়নি। সেই মহাকাব্যে এক অনন্যা চরিত্র হলেন উলুপী। তিনি ঐরাবত বংশের নাগরাজ শেষনাগের ভ্রাতা কৌরব্য ও বিষবাহিনীর কন্যা। অতিঅল্প বয়সেই বিবাহসূত্রে যুক্ত হয়েছিলেন এক নাগরাজের সঙ্গে। কিন্তু বিবাহের কিছু দিনের মধ্যে ই গরুড়ের আক্রমণে স্বামী নিহত হন।

তখনকার প্রথা অনুযায়ী দেবর অশ্বসেন কে বিবাহ করতে পারতেন উলুপী। অশ্বসেন ও তাঁর প্রতি আকর্ষণে আচ্ছন্ন ছিলেন। কিন্তু উলুপী সেই আসক্তি প্রত্যাখ্যান করে পিতৃগৃহে ফিরে এলেন। এখানে ইস্পষ্ট হয়ে ওঠে তাঁর স্বাধীনসত্তা।

দ্রৌপদী কে ঘিরে পাণ্ডবদের দাম্পত্য-নিয়ম ছিল কঠোর। সেই নিয়ম ভঙ্গ করে ব্রাহ্মণের আহ্বানে অস্ত্রাগারে প্রবেশ করতে বাধ্য হন অর্জুন। তাই তাঁকে স্বেচ্ছায় বারো বছরের বনবাস গ্রহণ করতে হয়। তীর্থ ভ্রমণ শেষে গঙ্গা দ্বারে আশ্রম ছোট একটি কুটির নির্মাণ করে ব্রাহ্মণ দের সহচর্যে বসবাস শুরু করলেন তিনি। এখানে ই উলুপীর দৃষ্টি প্রথমে পড়ল তাঁর উপর। শান্ত পরিবেশে ধ্যানরত, তীর্থযাত্রী অর্জুনকে দেখে উলুপীর মনে কামনা জাগল। একদিন প্রত্যুষে তিনি স্নান ও পিতৃপুরুষকে তর্পণ করে জল থেকে উঠতে যাবেন তখন উলুপী অর্জুনকে আকর্ষণ করে নিয়ে গেলেন নাগলোকে। অর্জুন সেই পরমা সুন্দরীর আকর্ষণের বিরোধিতা করেন নি বিন্দুমাত্র।

নাগলোকে উপস্থিত হয়ে অর্জুন দেখেন মনোহর প্রাসাদের ঈষাণ কোণে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত। অগ্নিহোত্র সম্পন্ন হবার পর অর্জুনের নিকট প্রণয় প্রার্থনা করেন উলুপী।

অর্জুন দ্বিধাগ্রস্ত— তিনি ব্রহ্মচর্য পালনের প্রতিজ্ঞায় ছিলেন। কিন্তু উলুপী অকুণ্ঠ স্বরে জানালেন তাঁর আকাঙ্ক্ষা। তিনি বললেন —

১. অর্জুনের ব্রহ্মচর্য কেবল দ্রৌপদীর জন্য, তাঁর জন্য নয়।

২.অর্জুন কে না পেলে তিনি প্রাণত্যাগ করবে ন। পীড়িত কে রক্ষা করাই ক্ষত্রিয় ধর্ম।

৩. তিনি সম্পূর্ণ রূপে শরণাপন্ন, তাই ধর্মরক্ষার জন্য উলুপীকে গ্রহণ করা অর্জুনের কর্তব্য।

অতএব ধর্মরক্ষার তাগিদে অর্জুন উলুপীকে গ্রহণ করলেন। তবে সুন্দরী উলুপীর আকর্ষণ ও কম ছিলনা। কিন্ত অর্জুনের শর্ত অনুসারে দাম্পত্য ছিল মাত্র এক রাতের। সকালে উলুপী তাঁকে গঙ্গা তীরে ফিরিয়ে এনে এক বিরল বর দিলেন—অর্জুন সর্ব জলে অজেয় হবেন এবং সব জলজ প্রাণী তাঁর অধীনস্থথা কবে।

এই সংক্ষিপ্ত দাম্পত্যের ফলশ্রুতি ছিল এক অসাধারণ সন্তান—ইরাবান। মাতার কাছে বড় হয়ে ওঠেন তিনি। যোদ্ধা হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন এবং কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে যোগ দেন। প্রবল প্রতাপে শত্রু পক্ষের বহু সেনানায়ক কে হত্যা করেন। কিন্তু অলম্বুষ রাক্ষসের সঙ্গে মায়াযুদ্ধে পরাজিত হয়ে বীরের মৃত্যুবরণ করেন।

অশ্বমেধ যজ্ঞ উপলক্ষে অর্জুন যখন মণিপুরে যান, তখন চিত্রাঙ্গদার পুত্র বভ্রুবাহনের সঙ্গে তাঁর সংঘর্ষ ঘটে। উলুপী উপস্থিত থেকে পুত্র

কে ক্ষত্রিয় ধর্ম পালনের নির্দেশ দেন। তীব্র যুদ্ধে অর্জুন অচেতন হয়ে পড়েন।চিত্রাঙ্গদা শোকে কাতর হয়ে উলুপীকে দায়ী করেন। তখন উলুপী প্রকাশ করেনসত্য —বভ্রুবাহন অর্জুনকে বধ করতে পারেন নি, তিনি অভিশাপ মোচনের জন্য মোহিনী-মায়ার প্রয়োগ করেছিলেন। পরে সঞ্জীবন-মণির প্রভাবে অর্জুন জীবিত হয়ে ওঠেন। ভীষ্মকে শিখণ্ডীকে সামনে রেখে বধ করার অপরাধে বসুগণের অভিশাপে অর্জুন দগ্ধছিলেন। সেই অভিশাপ মুক্তকরার জন্য উলুপীর এই অভিনব আয়োজন। অবশেষে অভিশাপ এর পর দীর্ঘ দিন তিনি পাণ্ডবদের সঙ্গেই অবস্থান করেন। কুন্তী ও গান্ধারী যখন আশ্রম বাসে যান, তখন তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যান। মহাপ্রস্থানের কালে পাণ্ডব ও দ্রৌপদী মোচন হয়। অর্জুন, চিত্রাঙ্গদা, বভ্রুবাহন ও উলুপী অশ্বমেধ যজ্ঞে অংশনেন। সেখানে কুন্তী, দ্রৌপদী, সুভদ্রা সকলের কাছ থেকে উলুপী বিশেষ সম্মান পান। হিমালয়ের পথে যাত্রা করলে উলুপী নাগলোকে প্রত্যাবর্তন করেন।
উলুপী ছিলেন সাহসী, অকুণ্ঠ ও তেজস্বিনী নারী। কামনা বাসনায় যেমন অকপট, তেমনি আত্মসংযমে ও দৃঢ়। সতীনপুত্রকে তিনি আপন সন্তানের মতোই ভালো বাসতেন; কখনোই অন্য স্ত্রীদের প্রতি ঈর্ষা বা বিদ্বেষ পোষণ করেন নি। অর্জুনকে অভিশাপ মুক্ত ও জীবনদান করে তিনি ইতিহাসে চিরঋণী হয়ে আছেন। নিজস্ব মহিমায় উজ্জ্বল, মহাভারতের নারী মহিমার ইতিহাসে উলুপী এক অমলিন দীপ্তি।

ইসরো তে পুজো – ২০২৫

প্রসেনজিৎ সাবিত্রীপুত্র ধর

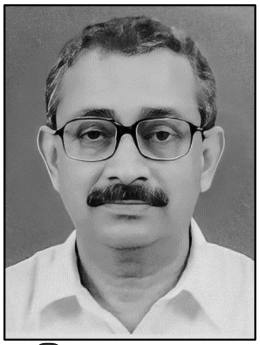

আকাশবাণীতে যবে পুজো শুরু হয়
মহিসমর্দিনীর জয় তিনলোকে কয়
শোন মা তোরে বলছি ডেকে
ভিড়ের থেকে দূরেই থেকে
তোরও আসন মোদের মাঝে
শুনছি নূপুর ওই যে বাজে
আসিস যদি সবার পরে
ঘোরাঘুরি শেষটি করে
বসবি কিন্তু হাত পা ছেড়ে।

বাচ্চা কিছু বুড়ো ও আছে
ঢাকের তালে কোমর নাচে
দুলবে চাঁপা রজনীগন্ধা
উৎসবেতে সকাল সন্ধ্যা
অঞ্জলী আর আরতি সাঁঝে
ভোগ খিচুড়ি তারই মাঝে
আয়োজন তো নেইকো তেমন
যাছিলোতা তোকে ই দিলাম
আদর কিছু ফিরিয়ে দিলে
আশীষ ভেবেই মাথায় নিলাম
ভুল ত্রুটি মা হয়তো রবে
কিন্তু পুজো আবার হবে...

করোনা বধ কইরা দুগ্গা আইল

জলি ধর

সাংগপাংগ্য লইয়া আইলেন,
দুগ্গা বাপের বাড়ি মর্ত্তলোকে।
করোনা মারণে,   দ্যাখ লেন না
কোত্থাও,   কোনও জন মানবকে॥
ক্যাবল্,   মাস্ক পইরা ছিল খাড়া,
করোনা যোদ্ধা সুগ্রীব,   হনুমান।
লগে লগে ঘুড়তে আছিল,
বন মানুষ আর জাম্বুবান॥

মন্ডপে মন্ডপে দুগ্গাএকাই,
সপরিবারে ছিল খাড়া।
দূরত্ব রাইখ্যা পূজারী বেচারা,
কইরল মাতৃ আরাধনা সারা॥
গনেশ,   কার্তিক হতাশ হইল,
না দেইখ্যা সুন্দরী মাইয়া।
লক্ষী,   সরস্বতী না দেইখল,
এ স্মার্ট পোলা মাইয়া॥

মর্ত্তের কামস্যাঙ্কইরা,
দুগ্গা দিল স্বর্গে পাড়ি।
হগ্গলকেসংগেলইয়া,
হৈ তানে চইল্লেন শ্বশুরবাড়ি॥

লইয়া আইব,   আশার আলো,
করি করোনা বধের অংগীকার।
দন্তীবাহিনী অহন আইলো,
লইয়া সবুজায়নের সমাচার॥

অন্তরীক্ষে মা

অর্ণা ঘোষ

কত জনের কত দিনের, মনমাঝে সুপ্ত বাসনা
এই প্রবাসে এখনো অবধি, মা কেন আসেনা ?
অবশেষে, এ বছর সব বাধাবিঘ্ন পেরিয়ে,
পূর্ব থেকে পশ্চিমে, সাতসমুদ্র তেরো নদী ছাড়িয়ে;
চার পুত্র কন্যা সহ, মা পাড়ি দিলো অন্তরীক্ষের দেশে __
অসাধারণত্বে উত্তীর্ণা, অথচ সাধারণ কন্যা বেশে।
প্রবাসী মন মাতোয়ারা, উৎসব ছুঁয়ে যায় __
হিমেল পরশ লাগে প্রাণে, এই শারদীয়ায়।
নীল আকাশে তুলোর মেঘ, কাশ ফুল দোলে হাওয়ায়,
শিউলির গন্ধে ভোরের আলো, উমাকে আহ্বান জানায়।
দশভূজে দশপ্রহরণধারিণীর আবির্ভাবে দেবী পক্ষের সূচনা;
হয় মায়ের অকালবোধন, ঘর আলো করে উপস্থিত মহামায়া।
পুজোর আয়োজনে ঝলমলে এই পশ্চিমী শহর,
বাঙালি মনেতে এক নতুন আনন্দ নতুন এক লহর।
কত শত জমে থাকা গল্পের, পুজো প্রাঙ্গনে বসে আসর;
আগমনী গান, ধুনুচি নাচ, জমে ওঠে সান্ধ্য বাসর।
ষষ্ঠীতে বোধন, সপ্তমীতে পুজো, অঞ্জলি অষ্টমীতে
নবমী নিশি শেষে, মন চায়না দশমীতে মাকে বিদায় দিতে__
সিঁদুর খেলায় বরন শেষে, ঢাকের বোলে বিষাদের করুণ সুর,
বাপের বাড়ি ছেড়ে উমা চলে যাবে বহু দূর।

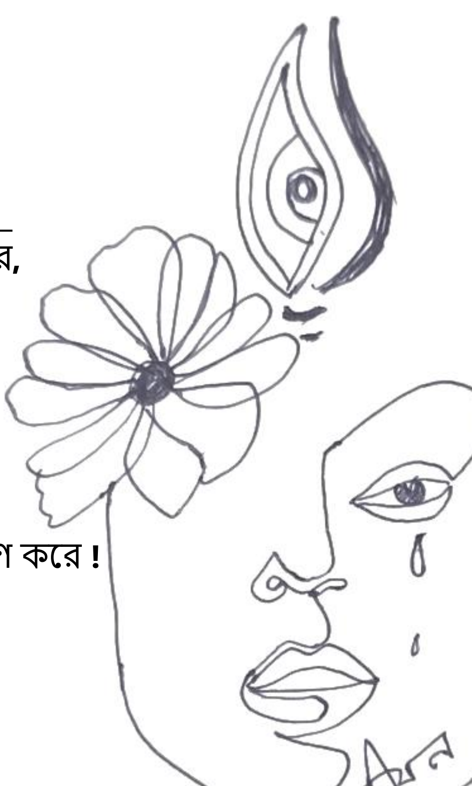

কিন্তু ! যে দেশে মাটির দূর্গা পায় দেবী সম্মান,
সে দেশেই জীবন্ত দুর্গার কেনো হয় এত অপমান?
কন্যা ভ্রুণ হত্যা, ধর্ষণ, নারী নির্যাতন ঘরে বাইরে__
অভয়া, নির্ভয়া, তিলোত্তমা হয়ে অকালে কত দুর্গা মৃত্যুবরণ করে !
মা ! যাওয়ার আগে দাও এমন শক্তি নারী প্রাণে;
যাতে নরখাদক থমকে দাঁড়ায় ঘৃণ্য অমানুষী টানে।
দাও সাহস, দাও বল প্রতিটি কন্যার হাতে,
যেভাবে তুমি বধ করেছিলে, অসুর রণ মাঠে ।।

মেয়ে

সুমিত্রা ভট্টাচার্য

ও মেয়ে, আর কত যুদ্ধ করবি রে তুই?
যুদ্ধটা যে হয় তোর প্রতিদিনে র প্রতি ক্ষণে।
ও মেয়ে,কার মনের মতো হলি রে তুই?

ও মেয়ে, যুদ্ধ করিস অন্যের সাথে না নিজের সাথে?
সত্যি ই কি তুই জিততে পারিস, না শুধু ই হারিস?
ও মেয়ে, কোনো হিসাব মেলাতে কি তুই পারিস?
ও মেয়ে, যুদ্ধ শেষে কি বুঝিস রে?
মন রে তোর "মেনে নে, মানিয়ে নে"
সত্যি ই মানাতে পারিস রে???

এই ভাবে মেনে নিতে নিতে টিকে যায় মেয়েরা
আর টিকে যাওয়ার আড়ালের গল্পটা–
সত্য হয়ে বাস্তবের রূপ পায়না তারা।।
সুন্দর রঙিন স্বপ্ন গুলো চাপা পড়েযায়–
কারোর জানাই হয়ে ওঠেনা
কি ছিলো মেয়ের মনের কল্পনায়।।

ও মেয়ে তুই,শক্ত হয়ে ঘুরে দাঁড়া না
অসুর বধের জন্য দেবতারা করেছিল
তোর উপাসনা, না বইয়ে অকারণ অশ্রু বন্যা
আপন শক্তিতে হয়ে ওঠ তুই অসামান্যা
ভালো করে তাকিয়ে দ্যাখরে মনের আয়না
শ্রদ্ধা ভক্তির মূর্তিতুই,নয় অসুরদের খেলনা।।

Chirag Shah

Shop : 26861100
Cell : 98790 34431

AASTHA MEDICINES

GF-6, Sarthi Avenue, Opp. Revati Tower,
Ramdevnagar, Cross Road, Satellite,
Ahmedabad-380015. Gujarat, India.
Email : cshah5773@gmail.com

Free Home Delivery

Silver Touch
TECHNOLOGIES

Tarang Sangini

Ananya Chaurasia

She speaks of light bending,
Of photons swallowed whole,
A force so consuming
Even brilliance must yield.

I speak of fire rising,
of torches that refuse to dim,
a hunger so relentless
even silence must break

She moves in precise angles,
geometry traced in each step.
I move in spirals, fluid, endless,
my rhythm a tide against her
symmetry.

Bharatnatyam strikes the earth,
Odishi sways with wind-
so different, yet bound by beat,
like theory and movement,
like logic and rebellion.

She calculates distances;
I measure the weight of history.
But in this shared space of motion,
where light bends and feet falter,
the question remains-
will our paths align or pull away?

KAKA NA VADAPAV - MARCHA VALA LIVE!

Kaka Na Vadapav brings you the unbeatable taste of Mumbai-style Vadapav with the fiery twist of Marcha Vala that keeps you coming back for more!

✓ Freshly prepared LIVE
✓ Authentic taste, unbeatable spice
✓ Perfect for foodies & spice lovers
✓ A must-visit spot for Vadapav enthusiasts

Address: Bhuyangdev Charrasta, Sola Road, Ahmedabad
Contact: 9157771514

Netweb®
TECHNOLOGIES

Tyrone®

উত্তরণে সঙ্গী হবে

সুজিত বসু

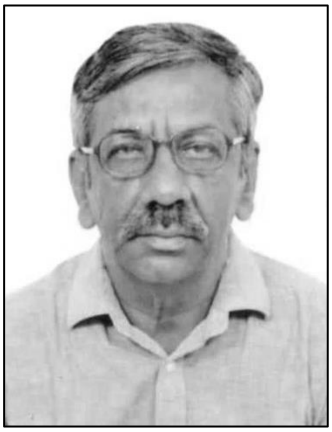

প্রত্যেকের ঘরে ছিল মোহিনী আশায় গড়া এ মায়ামুকুর
মায়া তো বিগত কবে, তবু এ আয়না আছে এখনও আমার
ঘরের নীরব স্নেহে, মায়াবিনী পরী হয়ে খুলে রাখে দ্বার
বিষাদের ম্লান শিখা জ্বালিয়ে রয়েছে ঝুলে নিয়তি নিঠুর

আমি প্রতিরোধহীন জানে পরী, তবু তার প্রতিশোধ নিতে
ইচ্ছা তো এখনও হয়, হয়তো তা কাচ নয়, শুধুই পাষাণ
জমা আয়নার দেহে, প্রতিবিম্বহীন মুখে সারাক্ষণ বাণ
বেঁধা, তার দুই চোখে দুঃখের কাজল, চুলে যন্ত্রণার বিষ

যন্ত্রণার নাকি চুলে বিদ্রূপের কালো ফিতে, কিসের বিদ্রূপ
বুঝিনি সহজে আমি, কিভাবে সম্ভব হলো , তুমি সমতল
আয়না তাই তো জানি, কিভাবে বিকৃত বিম্ব, তবে কি উত্তল
মায়ার মুকুর তুমি! উত্তরণে সঙ্গী হবে, হিতৈষীর রূপ
দেখেছি বলেই ভুল প্রতিচ্ছবি সহ্য করে স্নিগ্ধ আবরণ
জড়াই , আমাকে তুমি জাগিয়ে ঘুমিয়ে থেকো মায়াবী দর্পণ ।

****

ইসরো বেঙ্গলি কালচারাল এসোসিয়েশন এর প্রথম পুজো

মহুয়া রায়

কাশফুলেরা নাড়লো মাথা শরৎ হওয়ার দোলে;

আকাশ ঢাকা সাদা তুলো, চলল এবার নড়ে ।

মেনকা মায়ের মনেই আজই আনন্দ উচ্ছ্বাস,

বছর শেষে আসবে উমা, নিয়ে ভরা তার সংসার ।

মর্ত্যে উমার আগমনে উল্লাস একরাশ,

দুর্গাপূজোর ক'টা দিনে সাজবে নিত্য সাজ।

সপ্তমীতে সবুজ কাতান, অষ্টমীতে বোমকাই,

নবমীতে কাঞ্জিপুরম, দশমীতে ঢাকাই।

কিন্তু ভেবে দেখেছ কি—মা আসবেন কোন পথে?

অভিনব ভাবনার স্রোত উঠল নতুন রথে।

ভাবতে পারে যে এমন, গর্বে ভরে প্রাণ,

ইসরো বেঙ্গলি কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন পাঠাল মহাকাশ যান।

প্রথম পুজো আমাদের, প্রথম স্বপ্নভরা,

ইসরো বেঙ্গলি কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন দিল,

আমন্ত্রণ ভালোবাসা ভালোবাসার এই ছড়া ।

Sketch by ***Sidiksha Deb***

Maa Durga - Sketch by ***Anika Shukla***

Sketch by ***Arjo Mitra***

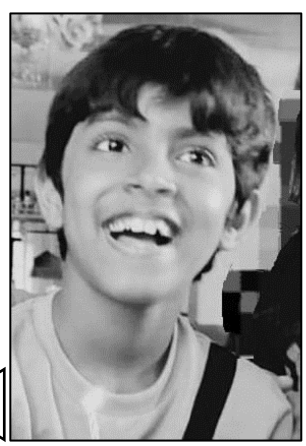

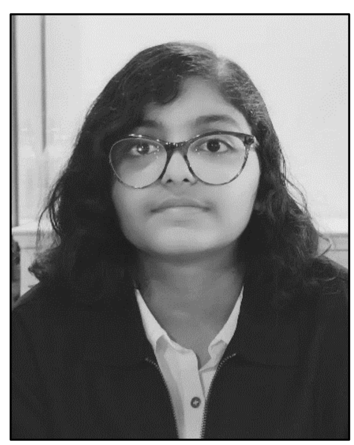

Reflections in Shaded Grace

A stunning pencil portrait by ***Anvesha Roy Chowdhury***, where every stroke whisper emotion and every shade tell a story.

Sketch by ***Rudranil Misra***

Eyes of Insight

A Pencil Sketch by ***Adhiraj Roy Chowdhury.*** **I**t shows an intricate reflection of patience, intelligence and observation. The pencil shading captures the owl's sharp gaze and layered feathers, weaving wisdom, mystery, and artistic precision into one stunning creation.

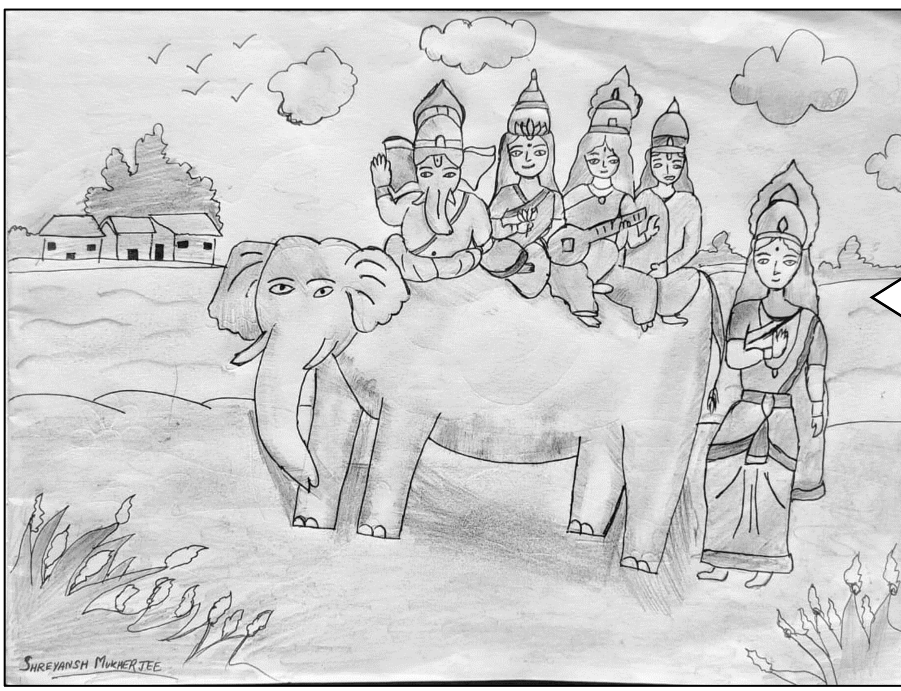

Sketch by ***Shreyansh Mukherjee***

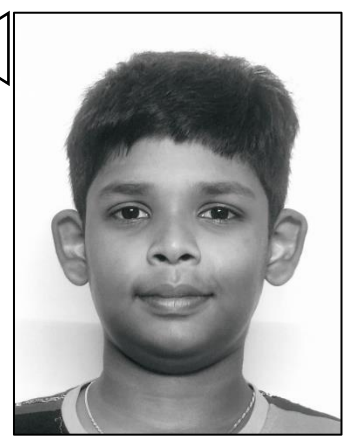

Sharodotsava in Changing Times

Dr Abhijit Sarkar

Durgotsava (or *Sharodotsava*) depicting the victory of 'Righteousness' over 'Evil' (or 'Justice' over 'Injustice') is celebrated over a large part of Indian subcontinent covering the Indo-Gangetic plains and deltaic regions of Brahmaputra-Ganges-Meghna; its footprint is seen much beyond Bengal. It is widely celebrated in the present-day states of West Bengal, Odisha, Assam, Tripura, Bihar, Jharkhand. It coincides with *Dussehra* festivals celebrated in many parts of the country, in addition to the colorful *Navaratri* festivals in Gujarat, *Kullu Dussehra* in Himachal Pradesh, and *Dasara* or *Nada Habba* in Mysore. Traditions blossoming out of the all-embracing religious practices in congenial and harmonious socio-cultural milieu, roll on from generation to generation.

Durga Puja's recorded history can be traced to the late Medieval period. Interesting paintings (possibly 16th/17th century) depicting worship of Goddess Durga can be seen in the Archives. Over these centuries, the region was largely governed by Sultans, Nawabs under the Moghuls and later by the representatives of the British. It is noteworthy that during the last five hundred years or so, Durga Puja continued to be celebrated with undiminished grandeur and festivity, even though there was no large Hindu kingdom in this region during this period.From the recorded reference, Durga Puja was started as *Bonedi Pujo,*hosted by the Zamindars and elites of the society. There is a reference of 12 friends organizing a *Baroyari Pujo* in Kolkata in late 18th Century, from where the term 'Baro-yari' emerged. It took the form of *Sarbojonin Pujo* (Community Puja) in 1910, when people transcending caste and class participated in Puja held in the Baghbajar area of Kolkata.

The story of *Sharodatsava* will be incomplete without the mention of the significant role played by Netaji Subhash Chandra Bose. Netaji championed the idea of *Sarbojonin,* an all-inclusive community-based celebration of Durga Puja, providing a platform for harmonious social interaction fostering national spirit. While imprisoned in British jail at Mandalay in the 1920s, Netaji impressed upon the British authorities to allow the Hindu jail inmates to celebrate their festival, firmly upholding the right to follow one's faith.

The timing of Durga Puja is decided by the well-known lunisolar calendar, and is seen to coincide with the last phase of south-west monsoon, and beginning of harvest in the large part of Indo-Gangetic plains and deltaic regions of Brahmaputra and beyond. Blossoming of many flowers, such as Parijat (*Sheuli)*, Kaash Phool and Marigold during this season enhances the verve and mood of the festival.

Historical upheavals and episodic natural events have occurred over the centuries.Over the last 500 years, India has experienced a range of natural climatic events, including droughts, floods and cyclones. These events have significantly impacted society, including the scale of festivities. But even in such adverse conditions, there was no laxity in welcoming Goddess Durga and

organising the celebrations. The Durga Puja festival is now on UNESCO's list of Intangible Cultural Heritage of Human ity! "During the event, the divides of class, religion and ethnicities collapse as crowds of spectators walk around to admire the installations", this description in UNESCO website makes us all proud of our precious cultural heritage.

Cosmic Curiosity and the Spirit of Durga Puja

Dr. Indranil Misra

Durga Puja is one of the most vibrant and cherished festivals of India, and in Bengal it holds a special place at the very heart of cultural life. It is the time when families and communities come together, the beats of the *dhak* fill the air, new clothes are worn with pride, and an atmosphere of joy and togetherness surrounds us.

Yet, beyond the celebrations, a question often arises in my mind: *Why do we celebrate Durga Puja?* Is Goddess Durga truly present somewhere, perhaps in another realm or universe? Across generations, countless stories and interpretations have attempted to answer this. But at its core, it also connects with a deeper cosmic curiosity: is there really a higher power who sees us, feels us, and guides us?

In our modern digital age—soon advancing into the quantum era—we can process immense amounts of information and solve some of the most complex problems known to humanity. But can science, or even quantum theories, answer this timeless question: *Is there someone beyond our universe?* Perhaps what we perceive is only a fragment, limited to the visible band of the electromagnetic spectrum. Could there be realities unfolding in other dimensions and frequencies, invisible to us, yet profoundly influencing existence?

These unanswered questions spark both wonder and humility. Still, one truth remains clear: whenever we celebrate cultural festivals like Durga Puja, we feel joy, togetherness, and hope. Perhaps the divine message lies here—that humanity should remain united, cherish life, and create a world that is happier and more harmonious.

Interestingly, the quest of space science also aligns with this cosmic curiosity: to discover life beyond Earth. With technological advancements and deeper exploration, we may one day uncover answers to questions that have remained mysteries for ages.

Until then, Durga Puja continues to remind us of the eternal balance between faith, science, and the human spirit—a celebration that uplifts us while also igniting our cosmic curiosity.

****

From the Launchpad to the Pandal: A Dream Realized Debi Comes to the Amicable Space farers

Mistimita Arup Roy Chowdhury

In the silent, vast expanse of the cosmos, where equations dictate motion and precision is the language, there exists a unique kind of Actuation. It is not governed by gravity alone, but by the heartstrings of tradition, the timeless rhythm of dhaak, and the collective dream of a community. For the Scientists and Engineers of Ahmedabad Chapter **Space Applications Centre (SAC) and the Physical Research Laboratory (PRL)**—the architects of India's celestial destiny—this pull towards their cultural roots has always been a constant, humming in the background like a persistent, comforting harmonic frequency. 2025 marks a historic convergence. It is the very year this long-awaited dream manifests into reality: the first joint venture by the scientific communities to celebrate **Durga Pujo**.

This is more than an event; it is a testament to the fact that the minds that calculate orbital trajectories and unravel the mysteries of the universe, are also the same hearts that beat for the Divine, for the Triumph of Good over evil, and for the warmth of community togetherness.

In the hallowed silence of control rooms and the pristine glow of data screens, they command metal and code to dance among the stars. They are the cartographers of the cosmos, navigators of the void, forever listening to the silent whisper of Physics that binds the Universe. Yet, beneath the hum of servers and the precision of algorithms, another frequency of a uniform vibe has always pulsed—a primal rhythm, a silent yearning for the scent of Shiuli flowers and the vibrant Eternal Bliss.

This year, 2025, that silent frequency found its wavelength. This is the story of a different kind of launch—not just of a spacecraft take-off, but of a vision. An aspiration that Maa Durga, in all Her Glory and Magnificence, would grace our world of equations and extend Her Blessings to the very tools

that touch the Celestial realm of Exosphere. This unified enterprise is the most heartfelt mission: to build a bridge between the infinite cosmos and the intimate pandal, and to prove that the spirit that seeks to understand the universe is the same spirit that finds its solace in the Divine. Our Nation is often celebrated for her giant leaps—to name a few from the recent ones---the **Mangalyaan** that captured the world's imagination, the **Chandrayaan** that touched the lunar south pole, the **Aditya-L1** that journeyed to kiss the Sun. These missions are our offerings to the altar of human curiosity and national pride. But this Pujo is an exclusive. This is built on a foundation of very tiny steps. The sparks of thoughts, the quiet suggestion in the cafeteria, the enthusiastic WhatsApp message that constructed a group 'Aamader Durgapujo Udyog' (Our Pujo Initiative and Enterprise), the meticulous and micro- planning between complex mission deadlines, putting up the hoardings amidst the lash spell of rain, the gentle nod from leadership that understood the profound need for this cultural synthesis. These small, human steps are, in their own right, as significant as any high-definition launch. They are the stepping stones that bridge the gap between the infinite cosmos and the intimate pandal, proving that one does not diminish the other but rather, makes the holistic whole.

And so, as the final calculations are made and the Countdown to Mahalaya begins, we stand at the culmination of **Project Ananda: Calculating the Trajectory of Celebration.** Our hearts, like perfectly calibrated instruments, register an Exuberance and Ecstasy that knows no bounds—a payload of euphoria successfully deployed into the atmosphere of our collective spirit. This is more than mere happiness; it is the triumphant data confirming a hypothesis of the soul. We have achieved **A Perfect Alignment: Science, Spirit, and the 2025 Mission**, a celestial event where the orbit of tradition synchronizes flawlessly with the velocity of progress. In this singular moment, the equations of devotion are solved, the gravity of culture holds us firm, and our collective cheer—Asche Bochor Abar Hobe!— echoes through the cosmos, not just as a prayer, but as a universal constant, as certain as the stars we strive to reach.

The Gravitational Pull of Culture: A 2025 Experiment in Joy If we were to design an experiment to measure joy, what would the parameters be? The decibel level of shared laughter? The luminous intensity of a thousand diyas? The collective energy of a 'dhaak's rhythm, 'Dhunuchi' dance or the blowing 'shankho's? This Durga Pujo is our most ambitious experiment yet. Its hypothesis: that the values we uphold in our labs—collaboration, precision, dedication, uniformity as well as the difference of opinions and the pursuit of a profound truth—are the very same values that animate a truly spiritual and cultural celebration.

This is **Synchronicity in Orbit: A Pujo of Cosmic Proportions.** Just as our satellites require perfect synchronization with ground stations and with each other, the coming together of ISRO and PRL families for this Pujo is a marvel of human coordination and shared purpose. Here, the orbit is that of the pradakshina, the trajectory is the journey of the Graceful Goddess from Her Heavenly Abode to our midst, and the payload is pure, unadulterated ananda.

We invoke Maa Durga, the embodiment of Shakti and Energy—the fundamental force we spend our lives studying. We celebrate the powerful Goddess who

rides a lion into battle, just as we steer our rockets through the fiercest challenges. We honour Maa Saraswati, the goddess of knowledge and wisdom, who presides over every calculation, every line of code, and every eureka moment in our libraries and clean rooms. We seek the Blessings of Lakshmi for prosperity, not just material, but the prosperity of spirit, of ideas, and of national well-being that our work aims to ensure.

This benchmark is the pivotal point of the beautiful singularity. It captures the spirit of a community that looks fearlessly into the future while holding the treasures of its past close to its heart. It is a reminder that before they are scientists, they are the very humans. And it is in our humanity—our culture, our traditions, our shared celebrations—that we find the ultimate source of energy to power our journey to the stars. As the echoes of 'Bolo Durga Mai-ki Jai!' resound under the canopy of our pandal, let it be known that this cheer also carries the hopes of a nation reaching for the Firmament. It is the sound of tradition launching ambition. It is the footsteps of homecoming. No matter how far we travel, the greatest journey is always the one that brings us back to each other.

****

The bong couples

Priyanka Saha Pramanik

Here the scorching sunlight reflects off the uneven surfaces of waves, creating multiple, sparkling points of light on the water's surface. It creates a magical view of the sea side.

Hulsky: Hi!

Hiski: What happen?

Hulsky: I want to tell you something. Hiski: What?

Hulsky: I love you. I mean I want to marry you. Hiski: What?

Hulsky: I will always take care of you. Please be mine forever.

Hiski's grinning face seemed to be silvery and more gorgeous. Hulsky was very cheerful that day.

Hulsky and Hiski started their lives merrily. They swam all around the sea and explored different marine visions. They dived in their colorful dreams. It was about to rain and they both were ready to enjoy the rain.

Hulsky: Hiski, are you ready?

Hiski: Yes, Afterall we are anadromous.

Hulsky: Let's go and be alert.

Hiski: Yes!

Hulsky and Hiski started swimming towards the river. They were moving swiftly. Suddenly, Hulsky felt something.

Hulsky: Hiski! be alert; fishermen spread their nets. Come this side.

Hiski became cautious and followed Hulsky. After one month of adventurous journey, they finally reached the river side. They were very happy. They migrated upstream into freshwater rivers to spawn.

Hiski laid eggs and Husky released sperm to fertilize them. She released her eggs onto a foamy broth created by him in the water, allowing for external fertilization.
Hulsky: We have to return Hiski.
Hiski: I can’t leave my eggs alone like this.
Hulsky: We are anadromous. We should follow the rules of nature generation after generation.
Hiski: But, what about our eggs. I can’t, please.
Hulsky: The river's current and available food sources will support the larvae and juveniles, which then migrate downstream to the sea to mature.
Let’s go. Hiski and Hulsky started going back to the big sea. Suddenly, a violent storm raged at the seashore. Hulsky and Hiski became separated.
Hulsky: Hiski! Where are you? Please reply.
Hiski: Hulsky! Hulsky! Where are you? God, please save me. I am trapped in the net. Please save me.
Raghu, the fisherman: Hooray! Today, there will be a feast with this hilsa fish.
Hulsky returned back to the sea alone. He spent his days with the sweet memories of Hiski. He had been waiting for their eggs to be hatched. Their millions of hilsa larvae hatched in the river, where they found food and a safe environment to grow into
juvenile fish. Once they became juveniles, they migrated back downstream to the sea to Hulsky, completing their life cycle.
That time Hulsky was at the door step to welcome their juveniles.

****

ইচ্ছে হলে রান্না করি

স্বপ্না বন্দ্যোপাধ্যায়

আজকাল আর পোষাকি রান্নার ঝামেলা পোয়াতে পারি না। রান্নার লোক আছে। তবে কখনও সখনও ইচ্ছে করে অন্য রকম করে সহজ কিছু বানাতে। ছবি তুলে রাখি - album এর নাম "আরও কত ছিল পাতে"। তার থেকে একটা রেসিপি বলি।

বাড়ীর পেছনের বাগানে দেয়াল ঘেঁষে কলাগাছটায় এক কাঁদি কলা হয়েছে। প্রায় শ-দেড়েক সিঙ্গাপুরি কলা। এত কলা কে খাবে? বিলিয়েও শেষ হচ্ছে না। তাই হরেক রকম পাকা কলার রান্নার মতলব করলাম। তার থেকে একটা জলখাবারের রেসিপি বলি|

আজ রোববার সকালে বানালাম পাকাকলার লুচি আর গুজরাতি আলু শুখা।

লুচি করার মত ময়ান দিয়ে আটাতে পাকা কলার পিউরি দিয়ে ভাল করে ঠাসতে হবে। আটা মাখতে জলের দরকার নেই। একটু তেল হাতে ঠাসলে চট্‌চটে ভাবটা চলে যাবে | ব্যস-এবার লুচি ভাজা।

আলু সেদ্ধ করে খোসা ছাড়িয়ে ছোট ছোট টুকরো করে নিতে হবে।

অল্প তেলে সর্ষে, ছোট ছোট টুকরো কাঁচালঙ্কা, কারিপাতা ফোড়ন দিয়ে আলুর টুকরো গুলো ছেড়ে, তারপর আন্দাজ মত নুন আর চিনি দিয়ে সামান্য নেড়েচেড়ে ধনেপাতা কুচি আর একটা লেবুর রস দিয়ে নামিয়ে নিলেই আলুর শুখা রেডি।

লুচিতে হালকা পাকাকলার সুগন্ধ আর শুখা আলুর স্বাদ - খেতে দুরন্ত। সাথে আমের ছুন্দা থাকলে জমে যাবে কেস।

ওহ্ একটা টিপস্ দিতে ভুলে গেছি । লুচি কখনও গুনে খেতে নেই।

Pujo Parboner Sorse Mocha

Sayanti Mukherjee

A traditional Bengali festive delicacy with mocha (banana blossom) and mustard flavour.

Ingredients

(i) Banana flower (mocha) - cleaned, chopped & boiled with salt + turmeric
(ii) Potatoes – cut lengthwise,
(iii) Green chilies,
(iv) Tomato – chopped,
(v) Ginger paste,
(vi) Salt – to taste,
(vii) Turmeric powder, (viii) Mustard oil,
(ix) Kalonji (kalo jeera / nigella seeds),
(x) Motor dal (yellow split peas) – soaked for 1 hour, (xi) Mustard seed paste – mix of yellow & black mustard, (xii) Coriander leaves (optional)

Method

Prepare the mocha (banana blossom):

- Chop and wash the mocha.
- Boil with a little salt and turmeric powder.
- Drain the water completely and smash lightly. Set aside.

Make mocha bora (fritters):

- Soak motor dal for about 1 hour. Drain the water.
- Grind into a smooth paste with green chilies, ginger, salt, and turmeric powder.
- Mix in the smashed boiled mocha with the dal paste.
- Heat mustard oil in a kadai and fry small fritters. Set aside.

Cook the curry base:

- Heat mustard oil again in the kadai.
- Add kalonji (kalo jeera) for tempering.
- Add the sliced potatoes, fry with salt and turmeric until golden.
- Now add ginger paste, chopped tomato, and green chilies. Sauté well until the tomato softens and oil separates.

Simmer the curry:

- Add water and let the potatoes cook until soft.
- Once done, add the fried mocha bora.
- Stir in the mustard seed paste (yellow + black mustard mix).
- Let it simmer for 2 minutes so the flavours blend.

Final touch:

- Garnish with fresh coriander leaves (optional).
- Drizzle a spoon of raw mustard oil before serving for that authentic Bengali aroma.

Serving Suggestion: Best enjoyed hot with plain steamed rice during festive meals.

"Invite Differently, Invite Digitally"

Make Every Celebration Digital & Memorable

We Create:

Wedding E-invites 💍
Baby Announcements 👼
Engagement & Party E-Cards 🎉
Trendy Animated Invitations 🎥

Why Us?

✔ Unique, modern & customized designs
✔ Easy to share on Whatsapp & social media
✔ Most trending way to invite loved ones
✔ Over 300+ happy clients worldwide

📲 Scan & Explore My Work

@THE.VELVETBUG

👉 Turn your special moments into unforgettable digital stories!

@the.velvetbug

Happy
Durga
Puja

MAAZDA CATERERS

Serving Happiness

SATISFACTION GUARANTEED

Best compliments from

Bangiya Antariksha Sanskritik Samiti

BEST WISHES FOR THE FESTIVE SEASON

The Supreme Industries Ltd.

www.supreme.co.in

Auth. Distributor : 9998100388 (Bipinbhai)